মাহবুব নবীর
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
মাহবুব সুন্নাত



মূল ঃ মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব (রাহ.)
অনুবাদ ঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
সম্পাদনা ঃ মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

মাহবুব নবীর

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মাহবুব সুন্নাত

মূলঃ

মুহিউস-সুন্নাহ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবরারুল হক রাহ. এর বিশিষ্ট খলিফা

আরিফ বিল্লাহ হযরত-ই-আকদাস

মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব (রাহ.)

অনুবাদঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সম্পাদনাঃ কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহ.

-এর বিশিষ্ট খলিফা

মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (দাঃবাঃ)

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

মাহবুব নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহবুব সুন্নাত
মূলঃ মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব (দাঃবাঃ)
অনুবাদঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

প্রকাশনায়ঃ
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

প্রকাশক: **মুহাম্মদ মখলিছুর রহমান ও মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম**
নিবাস - বি/৯, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট।

প্রকাশক (প্রথম সংস্করণ): জুবেল আহমদ
পরিচালক, মেসার্স রিয়াদ ফার্মেসী
শিবগঞ্জ বাজার, সিলেট।

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ২০১১ ঈসায়ী।
দ্বিতীয় সংস্করণঃ মে ২০১২ ঈসায়ী।
তৃতীয় সংস্করণঃ এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী।

হাদিয়াঃ ৪০ টাকা (মুদ্রণ সংস্করণ)

মুদ্রণ সংস্করণ প্রাপ্তিস্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, পয়েন্ট সিলেট। মোঃ ০১৭৩ ২৪৯ ৮২৮৮।
জামিয়া রাব্বানিয়া, গদিরাশী, জকিগঞ্জ, সিলেট। মোঃ ০১৭৩ ৭৯১ ৩৪৬৩।
মেসার্স রিয়াদ ফার্মেসী, শিবগঞ্জ বাজার, সিলেট।
মোঃ ০১৫৫২ ৪৩৯ ৬২৪, ল্যান্ড ফোনঃ (০৮২১) ২৮৬১১৮৪।
হুসাইনিয়া কুতুবখানা, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট। মোঃ ০১৭১৪ ৭০৪ ৬৫৬।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জাঃ গ্রন্থকার।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও মুদ্রণেঃ
ক্লাসিক জালালিয়া প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
আম্বরখানা সিলেট, ৩১০০।
মোঃ ০১৭১৬ ১২৮ ২৬৮।

বিষয়সূচি

অনুবাদকের আরয	৪
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পক্ষ থেকে পেশ কালাম	৫
ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরবর্তী সুন্নাতসমূহ	৬
টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সুন্নাত ও দু'আ	৬
যখন ঘর থেকে বের হবেন	৮
ঘরে প্রবেশের দু'আ	৯
মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা	৯
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা	১০
মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাত	১০
অযুর সুন্নাতসমূহ	১০
অযুর ফরযসমূহ	১২
গোসলের সুন্নাত তরীকা	১২
গোসলের মধ্যে ফরয	১৩
আযান ও ইক্বামাতের সুন্নাত	১৩
নামাযের ৫১-টি সুন্নাত	১৫
নামাযের ফরযসমূহ	১৮
মহিলাদের নামাযে পার্থক্য	১৮
নামাযের অন্যান্য আদব-কায়দা : (পুরুষ ও মহিলা)	১৯
জুমু'আ নামাযের সুন্নাতসমূহ	২০
খাওয়ার কিছু সুন্নাত	২০
পানি পান করার সুন্নাত	২২
কাপড় সম্পর্কিত সুন্নাত	২৩
চুল ও দাড়ি সম্পর্কিত সুন্নাত	২৪
রোগীর সেবা ও দেখার সুন্নাত	২৫
সফরের সুন্নাত	২৬
বিয়ে-শাদির সুন্নাত	২৮
ওয়ালিমার সুন্নাত	২৯
শিশু জন্মের সময়কার সুন্নাত	২৯
মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তী সুন্নাত	৩০
নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সুন্নাত	৩২
সমাজ-জীবনের সুন্নাত	৩৩
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু অভ্যাস	৩৪
পরিশিষ্ট -১: আল্লাহর ভাষায় আল্লাহকে ডাকি	৩৭
পরিশিষ্ট -২: জরুরী তাসবিহাত ও জিকির-আজকার	৪৬

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদকের আরয

আলহামদুলিল্লাহ! পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন সুন্নাত আ'মলের উপর অত্র গ্রন্থখানা অনুবাদ করে মুসলমান নর-নারীদের খিদমাতে পেশ করার তাওফিক আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং আসহাবে কিরামের প্রতি।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলিয়ে কামিল, হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলিফা হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবরারুল হক রাহ. -এর প্রধান খলিফা, হযরত মাওলানা শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের মূল উর্দু গ্রন্থ **'পিয়ারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পিয়ারী সুন্নাতে'** -এর ইংরেজী অনুবাদ **'খানক্বায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া'** থেকে প্রকাশ হয়েছে। বইটির ইংরেজী নামকরণ হলো: **বিউটিফুল সুন্নাত অব দ্যা বিলাভেড নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**। আশাকরি পাঠকদের কাছে এ অনুবাদ গ্রন্থটি সুখপাঠ্য ও উপকারী হবে। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস বলেছেন, "যে আমার সুন্নাতকে মুহাব্বাত করলো, সে যেনো আমাকে মুহাব্বাত করলো। আর যে আমাকে মুহাব্বাত করলো, তাকে আমি সঙ্গে নিয়ে জান্নাতে অবস্থান করবো।"

এ প্রসঙ্গে ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেই না হয় কারণ, তাদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া এই বই প্রকাশ সম্ভব হতো না। কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা, হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী (দা:বা:), ক্বারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ আমিনী, এ গ্রন্থের সম্পাদক কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতী মাওলানা মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশক জনাব জুবেল আহমদ, দ্বিতীয় ও বর্তমান তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশক জনাব মুহাম্মদ মখলিছুর রহমান ও মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন, হযরত শায়খে ফুলবাড়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতী, জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়ার সম্মানিত নাজিমে তা'লিমাত, মমরাজ ল্যাংগুয়েজ একাডেমীর প্রধান শিক্ষক তরুণ লেখক-গবেষক মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ভুল-ত্রুটি সংশোধনসহ তৃতীয় এ সংস্করণটি প্রকাশ হয়েছে। এর পরও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারো নিকট ধরা পড়ে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক অবগত করে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই তা সংশোধনের ব্যবস্থা করবো, ইনশাআল্লাহ। আমি আপনাদের সবার দু'আ প্রার্থী।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
প্রতিষ্ঠাতা, সদস্য সচিব, গবেষণা বিভাগ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।
২৩ জুমাদিউস্-সানী, ১৪৩৬ হিজরী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পক্ষ থেকে পেশ কালাম

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিয়ে কামিল হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানক্বায়ী (তথা তাসাওউফের) খিদমাতকে সারা আলমে প্রচার-প্রসারের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এই খানক্বা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই চেষ্টা ও খিদমাতকে কবুল করুন এই দু'আ করার জন্য, আপনাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে যেসব কার্যক্রম চালু হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. প্রতি শনিবার দিবাগত রাত ইসলাহী মাহফিল। ২. প্রতি ঈসায়ী মাসের শেষ শনিবার মাসিক ইসলাহী ইজতিমা ও শবগুজারি। ৩. সপ্তাহের বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে 'মমরাজ ল্যাঙ্গুয়েজ একাডেমী' ও 'জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়া নূরানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'র ক্লাস। ৪. অফিসে নিয়মিত দ্বীনি গবেষণার কাজ পরিচালনা। ৫. তাযকিয়ায়ে নফস ও সাধারণ দ্বীনি কিতাবাদি প্রকাশনা। ৬. নিয়মিত শুরা বৈঠক। ৭. পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নিয়মিত দ্বীনি তা'লিম। ৮. পবিত্র রমজান মাসে খানক্বায় 'খতমে তারাবীহ' ও কিয়ামুল্লাইল আদায় করা।

ইনশাআল্লাহ, অদূর ভবিষ্যতে বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে সঠিকভাবে দ্বীনের দাওয়াত তুলে ধরতে ইসলামের বিশেষ বিশেষ ফুনূন যেমনঃ হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, মাযাহিব, সরফ, নাহু এবং আরবী ও ইংরেজী সাহিত্যের উপর একটি যুগোপযোগী ক্বওমী মাদ্রাসা গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে- যা ছিলো আমাদের মহাত্মন পূর্বসুরী মাশায়িখে দ্বীনের খানক্বায়ী নিযাম।

আলহামদুলিল্লাহ! গত আড়াই বছরে খানক্বার গবেষণা বিভাগ থেকে এবং সক্রিয় সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ১৯ খানা দ্বীনি কিতাব প্রকাশ হয়েছে। এর মধ্যে 'মাহবুব নবীর মাহবুব সুন্নাত' কিতাবটি অন্যতম। সুখের খবর যে, গ্রন্থখানার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সকল কপি ইতোমধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা তৃতীয় এ সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশাকরি এ কিতাবখানা থেকে সকলে উপকৃত হবেন।

সবশেষে আপনাদের কাছে আরয, আমাদের এই দ্বীনি কার্যক্রমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে যেভাবে পারেন সহযোগিতা করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত সুন্নাত মুতাবিক সঠিক আ'মল করার তাওফিক দিন। আমীন।

মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

মুহতামিম, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়া, সিলেট

২৪ মে ২০১২ ঈসায়ী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরবর্তী সুন্নাতসমূহ

১. ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরই উভয় হাতের তালু দ্বারা মুখমণ্ডল ও চোখদ্বয় মুছে নিন। এর ফলে নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। [শামায়িলে তিরমিযী]

২. ভোরে চক্ষুদ্বয় খোলার পরই নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর"।

অনুবাদ: "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে আবার জীবিত করেছেন এবং তাঁরই নিকট আমাদেরকে (পুনরুত্থান দিবসে) আবার ফিরে যেতে হবে।" [বুখারী, আবু দাউদ, মুসলিম]

৩. ঘুম থেকে জেগে ওঠে মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মেঝে নিন। [মুসনাদে আহমদ, আবুদাউদ]

৪. অযুর পূর্বেও মিসওয়াক করে নিবেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মিসওয়াক ব্যবহার একটি আলাদা সুন্নাত। [বাযলুল মাযহূদ, 'আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা', খ: ১ পৃ: ৩৫]

৫. পাজামা পরার সময় প্রথমে ডান পা ঢুকাবেন এরপর বাম পা। পাঞ্জাবী, তুব, কুর্তা কিংবা সার্ট পরার সময় প্রথমে ডান হাত ঢুকাবেন এরপর বাম হাত। সদরিয়া গায়ে পরার সময়ও অনুরূপ নিয়ম রক্ষা করবেন। জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা ঢুকাবেন। যে কোন বস্ত্র গা থেকে খোলার সময় বিপরীত পদ্ধতিতে খোলবেন। অর্থাৎ প্রথমে বাম পা কিংবা হাত খুলবেন এবং পরে ডান পা কিংবা হাত। জুতা খোলার সময়ও প্রথমে বাম পা এবং পরে ডান পা খুলবেন। এভাবে করা হলো সুন্নাত পদ্ধতি। [বুখারী, তিরমিযি]

৬. হাত দ্বারা কোন কিছু ধরার পূর্বে প্রথমে ভালো করে তিনবার উভয় হাত ধুঁয়ে নেবেন। [তিরমিযি, খ:১, পৃ: ১৩]

টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সুন্নাত ও দু'আ

১. ইস্তিঞ্জার জন্য পানি ও ঢেলা সাথে নিয়ে যাবেন। শুধু প্রস্রাবের জন্য একটি এবং মলত্যাগের জন্য অন্তত তিনটি (এবং প্রস্রাবের জন্য অতিরিক্ত আরেকটি), এই মোট চারটি ঢেলা নেবেন। আজকাল কোন কোন বাথরুমে হাই বা লো কমেট থাকে। ঢেলা কমেটে ফেলা ঠিক নয় তাই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, ঢেলার বদলে টয়লেট

পেপার ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। তবে ঢেলার সুন্নাত আদায় হবে না- যদিও কাজ সেরে যাবে।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঢেকে (টুপি পরে) টয়লেটে যেতেন। এছাড়া তিনি পায়ে জুতাও রাখতেন। [আলাইকুম বিসুন্নাতি]

৩. বাথরুমে ঢুকার পূর্বে এই দু'আ পাঠ করুন:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ

উচ্চারণ : "বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইস"।

অনুবাদ: "আল্লাহর নামে- হে আল্লাহ! পুরুষ ও নারী খবিস জিনদের থেকে আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি"। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

বি:দ্রঃ মুল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) তাঁর প্রণীত 'মিরকাত' গ্রন্থে বলেছেন, উপরোক্ত দু'আর ওয়াসিলায় টয়লেটে প্রবেশকারী ব্যক্তি ও খবিস জিনদের মধ্যে একটি পর্দা পড়ে যায়। সুতরাং তারা ঐ ব্যক্তির গুপ্তাঙ্গ আর দেখতে সক্ষম হয় না (কারণ, খবিস জিনদের অভ্যাস হলো মানুষের গুপ্তাঙ্গের প্রতি তাকানো)। তিনি আরো লিখেছেন, খুবুস (الْخُبْثُ) শব্দের 'বা' (ب) অক্ষরটি পেশ কিংবা জযম দিয়ে পাঠ করা যাবে (অর্থাৎ খুবুস কিংবা খুব্‌স পাঠ করলে উভয়টিই শুদ্ধ হবে)। [মিরকাত, খ:১ পৃ: ৩৬১]

৪. প্রথমে বাম পা বাথরুমে ঢুকাবেন। [আলাইকুম বিসুন্নাতি, ইবনে মাজাহ থেকে উদ্ধৃত)

৫. মাটির দিকে যতদূর সম্ভব নিজেকে নামানোর পর কাপড় উত্তোলন করবেন। [তিরমিযি, আবু দাউদ]

৬. বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বাইরে রাখবেন এরপর পাঠ করবেন: غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَ عَافَانِىْ

উচ্চারণ : "গুফরানাকাল হামদু লিল্লাহিল্লাজী আজহা-বা আ'ন্নিল আযা- ওয়া 'আ-ফা-নী"।

অনুবাদ: "হে আল্লাহ! আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অনুগ্রহ করে আমার মধ্য থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে নিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন"।

৭. বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে হাতের আংটি বা অন্য কোন পরনের বস্তুতে আল্লাহ কিংবা রাসূলুল্লাহর কোন নাম দৃশ্যমান থাকলে তা খুলে ফেলবেন। তবে তাবিজ যদি কবজ বা কাপড়ের ভেতর থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

৮. ইস্তিঞ্জার সময় কিবলার দিকে বসবেন না। অর্থাৎ পশ্চিম দিকে কিবলা হলে ঠিক উত্তর-দক্ষিণ দিকে বসবেন। এতে সম্মুখ বা পেছন দিক কিবলার দিকে হবে না। [মিশকাত, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

৯. ইস্তিঞ্জার সময় একান্ত জরুরী না হলে কোন কথা বলবেন না। বাথরুমে থাকাবস্থায় জিকিরও করবেন না। [মিশকাত, আবু দাউদ]

১০. খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখবেন প্রস্রাবের ফোটা যাতে কাপড় বা শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে না পড়ে। অধিকাংশ কবর আযাবের কারণ হলো প্রস্রাবের ফোটা থেকে বেঁচে না থাকা। [বুখারী, ইবনে মাজাহ]

১১. ইস্তিঞ্জার সময় ডান হাতে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করবেন না। প্রয়োজনে শুধুমাত্র বাম হাত ব্যবহার করুন। [বুখারী, আবু দাউদ]

১২. বাথরুম না থাকলে কোন পর্দার আড়ালে (যেমন বৃক্ষের পাশে) বসে ইস্তিঞ্জা সারবেন যাতে কেউ দেখতে না পায়। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

১৩. নরম মাটির সন্ধান করবেন (যখন খোলা জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা জরুরী হয়) যাতে প্রস্রাবের পানি চতুর্দিকে ছিটকে না পড়ে। নরম মাটি হলে তা সহজে চুষে নেবে। [তিরমিযি, আবু দাউদ]

১৪. প্রস্রাবের সময় বসে পড়বেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবেন না। [তিরমিযি]

১৫. প্রস্রাব শেষে যদি নিজেকে শুকিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে কোন কিছুর আড়ালে যেয়ে তা সেরে নিবেন। [বেহেশতী জেওর]

১৬. স্বগৃহে সুন্নাত মুতাবিক অযু সেরে নিন।

১৭. মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুন্নাত নামায বাসগৃহে সম্পন্ন করা ভালো। তবে মসজিদে যেয়েও আদায় করা যাবে। আজকাল অবশ্য মসজিদে যেয়ে সুন্নাত আদায় করাই উত্তম কারণ মানুষ সুন্নাতের প্রতি অবহেলা করে থাকে। [কামালতে আশরাফিয়া] তবে ফযরের সুন্নাত বাসগৃহে সুবহে সাদিকের পরে এবং প্রথম রাকাআত সূরায়ে কাফিরুন ও দ্বীতিয় রাকাআত সুরায়ে ইখলাস দ্বারা আদায় করা সুন্নাত।

যখন ঘর থেকে বের হবেন

১. মসজিদে যাওয়া কিংবা অন্য কোন কারণে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করুন: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ : “বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ’আলাল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ”।

অনুবাদঃ “আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গুনাহ থেকে বাঁচা এবং উত্তম আ’মল করার কোন ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহ তা’আলার তাওফিক প্রদান ছাড়া”। [ইবনে মাজাহ]

২. শান্তশিষ্টভাবে অগ্রসর হবেন। দৌড়ে চলবেন না (বিশেষ করে মসজিদে যাওয়ার সময়)। [ইবনে মাজাহ]

ঘরে প্রবেশের দু’আ

১. যখন ঘরে প্রবেশ করবেন তখন প্রথমত বাড়িস্থ সবাইকে সালাম দিবেন। এরপর এই দু’আ পাঠ করবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ : “আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাল মাওলাজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি বিসমিল্লা-হি ওলাজনা- ওয়া বিসমিল্লা-হি খারাজনা- ওয়া আ’লা-ল্লা-হি রাব্বিনা- তাওয়াক্কালনা-”।

অনুবাদঃ “হে আল্লাহ! আমি উত্তম প্রবেশ ও উত্তম বের হওয়ার জন্য আপনার নিকট আবদার করছি। আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামে আমরা বের হই এবং একমাত্র আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা”। [আবু দাউদ]

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা

১. মসজিদের ভেতরে প্রথমে ডান পা ঢুকাবেন। [বুখারী]

২. প্রবেশের সময় (بِسْمِ اللهِ)- ‘বিসমিল্লাহ’ বলবেন। [ইবনে মাজাহ]

৩. দরূদ শরীফ পাঠ করবেন, যেমনঃ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণঃ “আসছোলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু আ’লা- রাসূলিল্লা-হ”। [ইবনে মাজাহ, ফাইজুল কাদীর]

৪. এরপর এই দু’আ পড়বেনঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণঃ “আল্লা-হুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক”।

অনুবাদঃ “হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করুন”। [ইবনে মাজাহ]

৫. এবার ই’তিকাফের নিয়ত করুন। [শামী, খণ্ড ২ পৃঃ ৪৪২]

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা

১. মসজিদ থেকে প্রথমে বাম পা বের করুন। [বুখারী]

২. পাঠ করুন (بِسْمِ اللّٰهِ) - 'বিসমিল্লাহ'। [ইবনে মাজাহ]

৩. এরপর পাঠ করুন দরূদ শরীফ যেমন: اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ: "আসছোলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু আ'লা- রাসূলিল্লা-হ"। [ইবনে মাজাহ, ফাইজুল কাদীর]

৪. এরপর এই দু'আ পড়বেন: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্বলিক"।
অনুবাদ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি"। [ইবনে মাজাহ]

মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাত

১. প্রত্যেক অযুর সময় মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাত। [আবু দাউদ]
২. মিসওয়াক ধরার সুন্নাত তরীকা: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ডান হাতের ছোট্ট আঙ্গুল মিসওয়াকের নীচে রাখুন। মিসওয়াকের মাথার নীচে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে তা ধরুন। বাকী আঙ্গুলগুলো মিসওয়াকের উপরে হবে। [শামী]

অযুর সুন্নাতসমূহ

১. অযুর মধ্যে মোট ১৮টি সুন্নাত আছে। এসব সুন্নাত পালনের মাধ্যমে সঠিকভাবে অযু করা উত্তম।
২. অযুর জন্য নিয়ত করুন- "আমি নামায পালনের উদ্দেশ্যে অযুর নিয়ত করছি"। [নাসাঈ]
৩. পাঠ করুন: "বিসমিল্লা-হির রাহমানির রাহীম"। কোন কোন বর্ণনায় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠের কথাও আছে: بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الاِسْلَامِ
উচ্চারণ: "বিসিমিল্লা-হিল আ'জীম ওয়ালহামদুলিল্লা-হি আ'লা- দীনিল ইসলাম"। [মারাকী মা'আ তাহতাবী, পৃ: ৩৭]

অন্যান্য রিওয়ায়েতে এই দু'আও উল্লেখিত আছে: بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ: "বিসমিল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হ"। [মাজমাউয যাওয়াঈদ]
৪. অযুর সময় এই দু'আটি পড়াও সুন্নাত:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মাগফিরলী জামবী ওয়াওয়াস্‌সি'লী ফী দা-রী ওয়াবা-রিকলী ফী রিজক্বী"। [নাসাঈ]

৫. প্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করুন [ডান হাত আগে]। [আবু দাউদ]

৬. মিসওয়াক দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করুন। যদি মিসওয়াক সাথে না থাকে তাহলে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মেজে নিবেন। [মারাক্বিউল ফালাহ, পৃ: ৩৭-৩৮]

৭. তিনবার কুলি করুন। [আবু দাউদ]

৮. নাকের ভেতর তিনবার পানি ঢুকিয়ে পরিষ্কার করুন। [আবু দাউদ]

৯. রোযাদার না হলে গড়গড়া কুলি করুন এবং নাকের ভেতর ভালো করে পানি ঢুকান। [মারাক্বিউল ফালাহ, পৃ: ৩৯]

১০. প্রত্যেক হাত তিনবার করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করুন [ডান হাত আগে]। [বুখারী]

১১. কানের লতি থেকে থুতনি এবং কপালের চুলের গোড়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল তিনবার ভালো করে ধৌত করুন। এরপর দাড়ি খিলাল করুন। হাতের মধ্যে পানি নিয়ে থুতনি থেকে বাইরের দিকে দাড়ির ভেতরে আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে খিলাল করবেন এবং এই দুআ পড়বেন: هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ

উচ্চারণ: "হা-কাজা- আমারানী রাব্বী" (এটা আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ করেছেন।) [শামী]

বি.দ্র: দাড়ি যদি পাতলা হয়, তাহলে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিন। সম্মুখ থেকে দাড়ির ভেতরের চামড়া দেখা গেলেই তাকে পাতলা দাড়ি বলে।

১২. হাত ও পা ধৌত করার সময় সকল আঙ্গুল খিলাল করবেন। [আবু দাউদ]

১৩. এরপর পুরো মাথা একবার মাসেহ করুন। [শামী]

১৪. মাথা মাসেহের সময় কানও মাসেহ করুন। [শামী]

১৫. সকল অঙ্গ ধৌত করার সময় ঘষে-ঘষে ধৌত করবেন। [মারাক্বি]

১৬. অযু তাড়াতাড়ি করে নেবেন। [মারাক্বি]

১৭. উপরোক্ত তরতীব অনুযায়ী অযু করবেন। [হিদায়া]

১৮. ডান দিক থেকে অযু শুরু করবেন। [বুখারী]

১৯. মাথা মাসেহ সামন দিক থেকে শুরু করুন। [বুখারী]

২০. ঘাড় মাসেহ করবেন কিন্তু গলা করবেন না- গলা মাসেহ করা বিদআত। [মারাক্বি, পৃ:৪১]

২১. অযু শেষে পাঠ করুন:

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ: "আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়াআশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়ারাসূলুহু"। এরপর এই দুআ পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মাজআ'লনী মিনাত্তাউয়াবীনা ওয়াজআ'লনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন"।

অনুবাদ: "হে আল্লাহ! যারা অধিক বেশী তাওবাহ করে তাদের সঙ্গে আমাকে শরীক করুন এবং যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে তাদের সাথেও আমাকে যুক্ত করুন।" [তিরমিযি]

বি.দ্র: উপরোক্ত দু'আ সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে মুল্লা আলী ক্বারী রাহ. তাঁর মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতে লিখেছেন: অযু মানুষকে বাইরের দিক থেকে পবিত্র করে এবং এই দু'আ তাকে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা দান করে। এই দু'আর অর্থ আল্লাহর দরবারে একথা বলার সমান: 'হে আল্লাহ! আমরা তো নিজেদেরকে পবিত্র করলাম বাইরের দিক থেকে যা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে ছিলো। হে আল্লাহ! এখন আপনিই আমাদের অন্তরকে পবিত্র করে দিন স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ার মাধ্যমে।'

অযুর ফরযসমূহ

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে অযু সম্পন্ন করা ছিলো সুন্নাত তরীকা। তবে অযুর মধ্যে কিছু ফরয আছে যা সঠিকভাবে সম্পন্ন না করলে অযু শুদ্ধ হবে না। অযুর মধ্যে মোট ৪টি ফরয আছে।

১. মুখমণ্ডল একবার সম্পূর্ণরূপে ধৌত করা। ২. উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত একবার ধৌত করা। ৩. অন্তত এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মাথা মাসেহ করা। ৪. উভয় পা গোড়ালি পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

উপরে বর্ণিত চারটি ফরয আদায় হয়ে গেলেই অযু হয়ে যাবে। তবে বর্ণিত সুন্নাত তরীকায় অযু করলে সঠিকভাবে অযু তো হবেই, উপরন্তু অতিরিক্ত সওয়াবও হাসিল হবে। বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন, কোন বিশেষ ওযর ছাড়া শুধু ফরয পালন করে অযু করার অভ্যেস না করাই উত্তম।

গোসলের সুন্নাত তরীকা

প্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করুন। এরপর সামন ও পেছনের গুপ্তাঙ্গ ধুঁয়ে পরিষ্কার করে নেবেন (এসব অঙ্গ পরিষ্কার করা জরুরী না থাকলেও ধৌত করবেন)। এবার সুন্নাত তরীকায় অযু সেরে নিন। অযু শেষে তিনবার ভালো করে মাথায় পানি ঢেলে দিন (যথেষ্ট পরিমাণ পানি ঢালতে হবে যাতে করে সমগ্র শরীর

ভিজে যায়)। এখন পুরো দেহ উভয় হাতে ভালো করে ঘষে নিন যাতে কোন একটি লোমকূপও শুকনো না থাকে। কারণ, একটি মাত্র চুলের গোড়াও যদি শুকনো থেকে যায় তাহলে গোসল হবে না। ময়লা ছাড়ানোর জন্য অবশ্য সাবান ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে পুরো শরীর ধৌত করার পর সে স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করে গোসল শেষ করুন। [বেহেশতী জেওর]

নোটঃ গোসল শেষে তোয়ালি দ্বারা শরীর শুষ্ক করাও একটি সুন্নাত। অনুরূপভাবে এমনিতেই শরীর থেকে পানি ঝরা এবং শুকিয়ে যাওয়াও সুন্নাত। সুতরাং এই উভয়টিই সুন্নাত তরীকা- যেটাই গ্রহণ করবেন সুন্নাতের নিয়তে করবেন। [নাসাঈ, তিরমিযি, শামী]

গোসলের মধ্যে ফরয

উপরে সুন্নাত মুতাবিক গোসল করার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তবে গোসলেও কিছু কাজ আছে যা ফরয। এসব ফরয আদায় না হলে গোসল হবে না এবং শরীর নাপাক থেকে যাবে। সুতরাং গোসলের মধ্যে যেসব ফরয আছে তা জানা জরুরী। গোসলের মধ্যে তিনটি মাত্র ফরয আছে।

১. কুলি করা (রোযাদার না হলে গরগরাসহ কুলি করা)।

২. নাকের ভেতর পানি দেওয়া (নাকের মধ্যস্থ নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো)।

৩. সমগ্র শরীরে পানি পৌঁছানো (উত্তমরূপে ধৌত করা- একটা লোমকূপও শুকনো থাকলে গোসল হবে না। মহিলাদের কানের লতি ও নাকে জেওরের জন্য ছিদ্র থাকলে তার ভেরতও পানি পৌঁছানো ফরয।)।

আযান ও ইক্বামাতের সুন্নাত

১. আযান ও ইক্বামাতের বাক্যগুলো উচ্চারণের সময় কিবলামুখী হওয়া সুন্নাত। [মারাক্বিউল ফালাহ - পৃঃ ১০৬]

২. আযানের প্রতিটি বাক্য থেমে থেমে উচ্চারণ করা এবং ইক্বামতের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি পড়া সুন্নাত। [তিরমিযি]

৩. আযানের সময় حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় মাথা ডান দিকে ঘুরানো কিন্তু বুক কিবলার দিকে বহাল রাখা এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় মাথা বাম দিকে ঘুরানো কিন্তু বুক কিবলার দিকে স্থির রাখা সুন্নাত। [মারাক্বী, পৃঃ ১০৬, শামী, খ.১, পৃঃ ২৮৫]

৪. আযানের জবাব দেওয়া সুন্নাত। মুয়াজ্জিন প্রতিটি বাক্য শেষ করার পর তা উচ্চারণ করাই আযানের জবাব, তবে ‘হাইয়া ’আলাস্-ছালাহ’ এবং ‘হাইয়া ’আলাল

ফালাহ’ এর জবাবে বলবেন: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ - লা-হাওলা ওয়ালা-কুওউয়াতা ইল্লাবিল্লা-হ। [বুখারী, মুসলিম]
[উপরোক্ত সুন্নাত জবাব হলো মৌখিক। তবে আযান শোনে নামাযের প্রস্তুতি নেওয়া ওয়াজিব। -অনুবাদক]

৫. ফযরের আযানের সময় যখন মুয়াজ্জিন اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - আস্‌ছোয়ালাতু খাইরুম্মিনান্নাওম বলবেন, তখন জবাবে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ - “ছাদাক্বতা ওয়াবারারতা” বলবেন। [মারাক্বিউল ফালাহ, পৃঃ ১১০]

৬. মুক্তাদীরা আযানের অনুরূপ ইক্বামাতেরও জবাব দেবেন। তবে মুয়াজ্জিন যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ - “ক্বাদক্বা-মাতিস্‌ছালা-হ” বলবেন তখন জবাব দেবেন, اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا - “আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়াআদা-মাহা-”। [আবু দাউদ]

৭. আযান শেষে [নীরবে] দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। [মুসলিম শরীফ, খ.১ পৃঃ ১৬৬]

৮. এরপর এই দু’আ পড়া সুন্নাত:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّا مَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَاءِمَةِ آتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ
والْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًامَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ- اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

এরপর নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণে লেগে যাবেন।

উচ্চারণ: “আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ্দা’ওয়াতিত্তা-ম্মাহ, ওয়াসছোলা-তিল ক্বা-য়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাতা, ওয়াব’আসহু মাক্বা-মাম্মাহমূদানিল্লাযী ওয়া’আদত্তাহ, ইন্নাকা লা- তুখলিফুল মী’আ-দ”।

অনুবাদ: “হে আল্লাহ! আপনিই এই উত্তম ডাক ও যে নামায আদায় হবে তার একমাত্র প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন শাফায়াত ও ফযল এবং তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন মাক্বামে মাহমূদে যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।” [বুখারী]

বুখারী শরীফে “ইন্নাকা লা- তুখলিফুল মী’আ-দ” এই অংশটুকু নেই, তবে ইমাম বাইহাক্বী তাঁর সুনানে কুবরায় এই অতিরিক্ত শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন। [হিসনে হাসীন]

নোট: وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ - সংযুক্ত করা অথবা يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - শব্দগুলো শেষের দিকে বলার বর্ণনা কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় নি [সুতরাং আযানের দু’আয় এগুলো সংযুক্ত করা উচিত নয়]। **এই দু’আ পাঠকারীর জন্য দু’টি উপহার:** তার

মৃত্যু হবে ঈমানের সাথে এবং সে রোজ ক্বিয়ামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভ করবে। [মিরক্বাত]

নামাযের ৫১-টি সুন্নাত

এগারোটি সুন্নাত ক্বিয়ামের সময়:

১. তাকবীরে তাহরীমা (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) বলার সময় নিজের পিঠ সোজা রাখবেন। মাথা নীচের দিকে নামাবেন না। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৩]

২. পদযুগল চার আঙ্গুল ফাঁক করে দাঁড়াবেন (তাহতাবী, পৃঃ ১৪৩]। উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কিবলামুখী রাখবেন। [শামী]

নোটঃ চার থেকে বারো আঙ্গুল পর্যন্ত ফাঁক করে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কিবলামুখী রাখা ও পায়ের গোড়ালি থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত উভয় পায়ের দূরত্ব সমান রেখে দাঁড়ানো কোন কোন ফকীহের মতে 'মুস্তাহাব'। তবে, ফিকহ শাস্ত্রে, মুস্তাহাব শব্দটি সুন্নাতের জন্য এবং সুন্নাত শব্দটি মুস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [শামী]

৩. তাকবীরে তাহরীমার সময় মুক্তাদীরাও উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪০]

নোটঃ ইমামের তাকবীরের পূর্বেই যদি মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরিমা শেষ হয়ে যায় তাহলে তার ইক্তিবা সহীহ হবে না। [তাহতাবী]

৪. তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন। [আবু দাউদ, খ. ১ পৃঃ ১০৫]

৫. তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কান বরাবর উত্তোলন করে হাতের তালু কিবলামুখী রাখবেন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৩, শামী, খ.১ পৃঃ ৩৫৬]

৬. তাকবীরে তাহরিমার সময় হাতের অঙ্গুলিগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন (অর্থাৎ জড়িতও নয় কিংবা বেশী খোলাও নয়)। [তাহতাবী, পৃঃ ১৫২, শামী, খ.১ পৃঃ ৩৫৬]

৭. তাহরীমা বাঁধাবস্থায় বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের তালু থাকবে। [তাহতাবী]

৮. তাহরীমা বাঁধাবস্থায় বাম হাতের কব্জিকে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও ছোট্ট আঙ্গুল দ্বারা এভাবে ধরবেন যাতে একটি বৃত্ত হয়ে যায়। [তাহতাবী]

৯. বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের মাঝের তিনটি অঙ্গুলি সোজা করে রেখে দিবেন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪১]

১০. নাভির নীচে হাত বাঁধবেন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪০, শামী, খ.১, পৃঃ ৩৫৯]

১১. ছানা পাঠ করা সুন্নাত। [ইলাউস সুনান, খ.২ পৃঃ ১৭৪ - ১৭৭]

ক্বিরাআ'তের সাতটি সুন্নাত:

১. 'আউযুবিল্লাহ হিমিনাশ-শাইতোয়ানির রাজীম' পাঠ করুন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪১]
২. প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করুন। [প্রাগুক্ত]
৩. ইমাম ও মুক্তাদী ফাতিহা পাঠ শেষে নীরবে 'আমীন' বলুন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪২]
৪. ফযর ও যুহর নামাযের সময় 'তিওয়ালে মুফাস্‌সাল' সূরাসমূহ থেকে ক্বিরাআত পাঠ করা সুন্নাত। এই সুরাগুলো হলোঃ সূরা হুজুরাত (২৬ পারা) থেকে সূরা বুরুজ (৩০ পারা)। আসর ও ইশার নামাযে 'অসতে মুফাস্‌সাল' সুরা তথা সূরা তারিক্ব (৩০ পারা) থেকে সূরা লাম-ইয়াকুন (৩০ পারা) পর্যন্ত যে কোন সূরা পাঠ করা সুন্নাত। মাগ্বরিবের নামাযের সময় যেসব সূরা পাঠ করা সুন্নাত তাহলো সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস। এসব সূরাকে বলে 'ক্বিসারে মুফাস্‌সাল'। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৩-১৪৪]
৫. ফযরের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করা সুন্নাত। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৭]
৬. ছানা, তা'আউয (আউযুবিল্লাহ), তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ) এবং আমীন নীরবে পাঠ করুন। [মারাক্বী, পৃঃ ১৪২]
৭. ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে ইমাম ও মুনফারিদকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৭]

রুকুর আটটি সুন্নাত:

১. রুকুর তাকবীর বলা সুন্নাত। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৪]
২. উভয় হাটু হাত দ্বারা ধরুন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৫]
৩. হাটু ধরাবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো খোলাবস্থায় ছড়িয়ে রাখুন। [ঐ]
৪. পিঠ সোজা রাখা সুন্নাত। [শামী, খ.১ পৃঃ ৩৬৫]
৫. হাটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত অংশটুকু সোজা রাখুন। [শামী, খ.১, পৃঃ ৩৬৫]
৬. মাথা ও পিঠের নিম্নাংশ একটি সোজা লাইনে রাখবেন। [ঐ]
৭. অন্তত তিনবার পাঠ করুন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ - "সুবহা-না রাব্বিআল 'আজীম"। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৪]
৮. রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় ইমামকে স্বরবে বলতে হবে, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه - "সামি'আল্লা-হুলিমান হামীদাহ", এরপর মুক্তাদীরা নীরবে বলবেন: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - "রাব্বানা- লাকাল হাম্‌দ"। একা নামায আদায়ের সময় অবশ্য উভয় দু'আ নীরবে

পাঠ করবেন। সিজদায় যাওয়ার পূর্বে ক্ষণকালের জন্য শান্তভাবে দাঁড়াবেন। [শামী, খ.১, পৃঃ ৩২৭]

সিজদার বারোটি সুন্নাত:

১. সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলুন। [শামী, খ.১, পৃঃ ৩৫২]
২. প্রথমে উভয় হাটু মুসাল্লায় রাখুন। [শামী, খ.১, পৃঃ ৩৯৮ এবং তাহতাবী পৃঃ ১৪৫]
৩. এরপর উভয় হাত মুসাল্লায় রাখুন [আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক রাখবেন না- সোজা করে সকল আঙ্গুল কিবলামুখী রাখবেন]। [ঐ]
৪. এবার নাক মুসাল্লায় স্পর্শ করুন। [ঐ]
৫. সবশেষে কপাল মুসাল্লায় লাগান। [ঐ]
৬. উভয় হাতের মাঝখানে মাথা থাকতে হবে। [প্রাগুক্ত]
৭. উরু ও পেটের মধ্যে ফাঁক রাখুন। কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত কোন স্থান যেনো দেহের মধ্যে লেগে না থাকে। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৬]
৮. কনুই মাটির উপরে থাকবে। [তাহতাবী]
৯. অন্তত তিনবার সিজদার তাসবীহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى - "সুবহা-রাব্বিআল আ'লা" পাঠ করুন।
১০. সিজদা থেকে উঠার সময় (ইমাম স্বরবে এবং মুক্তাদী নীরবে) তাকবীর বলুন। [শামী, খ.১, পৃঃ ৩৫২]
১১. সিজদা থেকে ওঠার সুন্নাত তরীকা হলো প্রথমে কপাল, এরপর নাক, তারপর উভয় হাত এবং সবশেষে হাটুদ্বয় উত্তোলন করবেন। [শামী, খ.১, পৃঃ ৩৬৮ এবং তাহতাবী পৃঃ ১৪৫]
১২. উভয় সিজদার মাঝখানে সামান্য সময় শান্তভাবে বসুন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৬]

ক্বা'দার (বা আত্তাহিয়্যাতু পাঠ ও শেষ বৈঠকের) তেরোটি সুন্নাত:

১. প্রথম ও শেষ বৈঠকের সময় ডান পা খাড়া করে রাখুন এবং বাম পা মুসাল্লায় ফেলে রাখুন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৬]
২. উভয় হাত উরুর শেষের দিকে হাঁটুর নিকটবর্তী রাখবেন। [ঐ]
৩. তাশাহহুদের (আত্তাহিয়্যাতু পাঠের) সময় যখন اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ - "আশহাদুআল্লা-ইলা-হা" বলবেন তখন ডান হতের মাঝের আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্র করে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় শাহাদাত অঙ্গুলি খাড়া করুন এবং اِلاَّ اللهُ - "ইল্লাল্লা-হ" বলার সময় তা নামিয়ে দিন [শাহাদাত আঙ্গুল সোজা রেখে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায়ই সালাম ফিরানো পর্যন্ত হাত রেখে দিন] । [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৬-১৪৭]

৪. শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফ পাঠ করুন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৬]

৫. দরূদ শরীফ পাঠ শেষে কুরআন-হাদীসের বর্ণনানুযায়ী দু'আ (অর্থাৎ দু'আয়ে মাছুরা) পাঠ করুন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৮]

৬. উভয় দিকে সালাম ফিরাবেন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৯]

৭. সালাম প্রথমে ডান দিকে দেবেন। [ঐ]

৮. মুক্তাদী, ফিরিশতা ও পরহেজগার জিন্নদের প্রতি সালাম দেওয়ার নিয়ত ইমাম সাহেব করবেন। [প্রাগুক্ত]

৯. মুক্তাদীরা সালামের সময় নিয়ত করবেন, ইমাম সাহেব, পরহেজগার জিন্ন এবং ডানে বামের অন্যান্য মুক্তাদীদেরকে সালাম পেশ করছি। [তাহতাবী, পৃঃ ১৫০]

১০. একা নামাযী (মুনফারিদ) সালামের সময় শুধুমাত্র ফিরিশতাদেরকে সালাম দেওয়ার নিয়ত করবেন। [প্রাগুক্ত]

১১. মুক্তাদীরা ইমামের সঙ্গে নীরবে সালাম বলবেন। [প্রাগুক্ত]

১২. দ্বিতীয় সালাম প্রথমটির তুলনায় কিছুটা কম আওয়াজে বলবেন। [তাহতাবী]

১৩. মাসবূক্ব (-যে ব্যক্তি দেরীতে নামাযে দাঁড়ায় তাকে মাসবূক্ব বলে) ব্যক্তিকে ইমাম কর্তৃক নামায শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করুন। কেউ কেউ প্রথম সালাম শেষ হতে না হতেই দাঁড়িয়ে যায়- এটা ঠিক নয়। [তাহতাবী]

নামাযের ফরযসমূহ

বাইরে ৭টি ফরয: ১. শরীর পাক, ২. কাপড় পাক, ৩. নামাযের জায়গা পাক, ৪. সতর ঢাকা, ৫. ওয়াক্ত হওয়া, ৬. কিবলামুখী হওয়া ও ৭. নিয়ত করা।

ভেতরে ৬টি ফরয: ১. তাকবীরে তাহরিমা বলা (অর্থাৎ আল্লা-হুআকবার বলা)। ২. ক্বিয়াম করা (দাঁড়ানো)। ৩. ক্বিরাআত পাঠ (ছোট্ট তিনটি কিংবা বড়ো একটি আয়াত অথবা সূরা পাঠ করা)। ৪. রুকু করা। ৫. সিজদা করা। ৬. শেষ বৈঠক।

উপরোক্ত যে কোন একটিও যদি ছুটে যায় তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নামায পুনরায় পড়তে হবে। [নামাযের মধ্যে একাধিক ওয়াজিবও আছে। অভিজ্ঞ আলিম কিংবা নির্ভরযোগ্য কিতাব পাঠ করে এগুলো শিখে নিবেন। - অনুবাদক]

মহিলাদের নামাযে পার্থক্য

১. তাকবীরে তাহরিমা পাঠের সময় মহিলারা উভয় হাত শুধু কাঁধ পর্যন্ত ওঠাবেন এবং বুরকার ভেতর থেকে হাতদ্বয় বের করবেন না।

২. এরপর বুকের উপর হাত রাখবেন। বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের তালু থাকবে- কিন্তু পুরুষের মতো কব্জিকে ধরবেন না। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪১]

৩. রুকুর সময় উভয় হাত দেহের সঙ্গে মিলিয়ে অঙ্গুলিগুলো একত্রে রেখে হাঁটুর উপর হাত রাখবেন এবং উভয় পায়ের গোড়ালি মিলিয়ে রাখুন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪১, বেহেশতী জেওর, খ.২, পৃঃ ১৬]

৪. সিজদার সময় উভয় পা খাড়া অথচ মাটিতে ডানদিকে কাঁত করে রাখবেন। নিজের দেহকে যথাসম্ভব এঁটেসেঁটে জড়োসড়ো করে রাখুন। আপনার উরু যেন পেটের মধ্যে লেগে থাকে, এবং হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত স্থানটুকু দেহের উভয় দিকে লেগে যায়। এছাড়া কনুইদ্বয়কে মাটিতে লাগিয়ে রাখুন। [বেহেশতী জেওর, খ.২, পৃঃ ১৭]

৫. শেষ বৈঠকের সময় উভয় পা ডান দিকে কাঁত করে রেখে মাটিতে বসুন। উভয় হাত বন্ধ অবস্থায় রাখবেন। [তাহতাবী, পৃঃ ১৪৬, শমী, খ.১, পৃঃ ৩৭৩]

নামাযের অন্যান্য আদব-কায়দা : (পুরুষ ও মহিলা)

ক্বিয়ামের সময় দৃষ্টি সিজদার স্থানে স্থির রাখুন। রুকুর সময় চোখের চাওয়া থাকবে পায়ের দিকে, সিজদার সময় নাকের দিকে, কা'দার সময় (বা শেষ বৈঠককালে) থাকবে কোলের দিকে এবং সালাম ফেরানোর সময় দৃষ্টি স্থির থাকবে কাঁধের দিকে। নামায অবস্থায় হাঁচি, কাশি কিংবা হাই ওঠার ভাব উঠলে তা বন্ধ রাখার চেষ্টা করুন। [মাযাহিরুল উলূম এর মুফতি-ই-আযম মুফতি সাঈদ আহমদ সাহেব রাহ. কর্তৃক প্রণীত 'আইনে নামায' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

১. প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে নিম্নের যে কোন একটি দু'আ পাঠ করুন। সালাম শেষে أَسْتَغْفِرُ اللهِ - "আসতাগ্বফিরুল্লাহ" [তিন বার] পাঠ করা সুন্নাত।

এরপর পাঠ করুন: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

"আল্লা-হুম্মা আনতাস্সালা-মু ওয়ামিনকাস্সালা-ম, তাবা-রাকতা ইয়া-জালজালা-লি ওয়াল ইকরা-ম"।

অনুবাদঃ "হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আহরণ করা সম্ভব। আপনি অনুগ্রহশীল, হে মহান শক্তিধর, সর্বাপেক্ষা দয়ালু!"। [হিসনে হাসীন, ফাতহুল ক্বাদীর, খ.১, পৃঃ ৪৩৯]

নোটঃ 'ইয়্যাকা ইয়ারজিউসসালামু, ফাহিয়্যানা রাব্বানা বিস্সালামি ওয়া আদখিলনা দারাকা দারাস্সালামি ফালা আসলাহু' এই অতিরিক্ত অংশ পাঠ করা সম্পর্কে মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মিরক্বাতে লিখেছেন, হাদীস শরীফে এই শব্দগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। এগুলো কোন এক 'কিচ্ছা বর্ণনাকারীর' পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সংযুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। [মিরক্বাত, খ.২, পৃঃ ৩৫৮]

২. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيٍّ قَدِيْرٌ

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর"। [হিসনে হাসীন]

জুমু'আ নামাযের সুন্নাতসমূহ

১. গোসল করা। [বুখারী, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]
২. সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা। [আবু দাউদ]
৩. মসজিদে আগে যাওয়া। [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]
৪. মসজিদে পায়ে হেটে যাওয়া। [ইবনে মাজাহ]
৫. ইমামের নিকটে বসার চেষ্টা করা। [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]
৬. যদি লাইন পুরো হয়ে যায়, তাহলে মুসল্লিদের কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে সামনের কাতারে যাওয়া সঠিক নয়। [আবু দাউদ]
৭. কোনো অকেজো কাজে নিজেকে নিমজ্জিত করবেন না- যেমন, কাপড় ও আঙ্গুল দিয়ে অনর্থক ঘষামাজা ইত্যাদি। [ইবনে মাজাহ]
৮. মনোযোগসহ খুতবা শ্রবণ করা। [ইবনে মাজাহ]
৯. যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সুরা কাহাফ পাঠ করবে তাকে আরশে আজীম থেকে দান করা হবে একটি নূর [আধ্যাত্মিক আলো] যার ব্যাপ্তি পৃথিবী ও আকাশে বিস্তৃত। রোজ কিয়ামতের অন্ধকারে এই আলো তার জন্য উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। পাঠকারী আগের শুক্রবার থেকে বর্তমান শুক্রবার পর্যন্ত যতো (সগীরা) গোণাহ করেছিল তা সবই মাফ হয়ে যাবে। [বেহেশতী জেওর]
১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জুমু'আর দিন আমার উপর যতো বেশী সম্ভব দরূদ পাঠ করবে- কারণ এগুলো আমার কাছে পাঠানো হয়"। [ইবনে মাজাহ]
১১. জুমু'আর দিন মাথার চুলে তৈল দেওয়া সুন্নাত। এছাড়া আতর কিংবা অন্য কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহারও সুন্নাত। [বুখারী]

খাওয়ার কিছু সুন্নাত

১. মেঝের উপর এক টুকরো কাপড় (দস্তারখান) বিছিয়ে নিন। [বুখারী]
২. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করুন। [তিরমিযি]
৩. স্বরবে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করুন। [বুখারী, মুসলিম, শামী]
৪. ডান হাতে খাবার মুখের ভেতর পৌঁছান। [বুখারী, মুসলিম]
৫. যিনি সর্বাপেক্ষা বয়স্ক কিংবা পরহেজগার তিনিই প্রথমে খাওয়া শুরু করবেন। [মুসলিম]
৬. খাদ্যের কোন টুকরো যদি পড়ে যায় তাহলে তা তুলে পরিষ্কার করে ভক্ষণ করুন। [মুসলিম]

৭. হেলান দিয়ে খাবেন না। [বুখারী, আবু দাউদ]
৮. খাবারের মধ্যে দোষত্রুটি খোঁজবেন না। [বুখারী, মুসলিম]
৯. জুতা খোলে খাবার খাবেন। [মিশকাত]
১০. খাবার সময় বসার তিনটি সুন্নাত পদ্ধতি আছে: ক. উভয় হাটু উপরে তুলে নিতম্ব মাটির উপর রাখুন, খ. একটি হাটু উপরে রেখে অপরটি মাটির উপর রাখুন, এবং গ. উভয় হাটু মাটির উপর রেখে বসুন (নামাযে শেষ বৈঠকের মতো)। এবার একটু সামনের দিকে ঝুঁকে খাওয়া শুরু করুন। [মিরক্বাত - মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ]
১১. খাবার পূর্বে প্লেট ও অন্যান্য জিনিস ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। এসব পরিষ্কার বস্তু দু'আ করে থাকে। [ইবনে মাজাহ]
১২. খাবার পরে হাতের অঙ্গুলি চুষে খাবেন। [মুসলিম]
১৩. খাবার শেষে এই দু'আ পাঠ করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

"আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী আত'আমানা ওয়াসাক্বানা ওয়াজা'আলানা মুসলিমীন"।
অনুবাদ: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাবার ও পানীয় প্রদান করলেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।" [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]
১৪. প্রথমে দস্তারখান তুলে নিন- তারপর উঠে পড়ুন। [ইবনে মাজাহ]
১৫. দস্তারখান ওঠানোর সময় এই দু'আ পাঠ করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْداً كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

"আলহামদুলিল্লাহ, হামদান কাছীরান, তায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহি গাইরা মাক্বফীয়্যিউওয়ালা মুওয়াদ্দা'ই ওয়ালা মুসতাগ্বনা 'আনহু রাব্বানা-"
অনুবাদ: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা পবিত্র, মুবারকপূর্ণ। হে আমাদের পুষ্টিদাতা! আমরা এই খাদ্যগুলো অতিরিক্ত হওয়ার কারণে তুলে নিচ্ছি না (আমরা তোমার নিকট থেকে এটুকুই শুধু আশা করি না), এটা আমরা পরিত্যাগও করছি না, না আমরা এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করি।" [বুখারী]
১৬. এবার উভয় হাত ধৌত করুন। [তিরমিযি, আবু দাউদ]
১৭. গড়গড়া কুলি করুন। [বুখারী]
১৮. প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে, بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَاَخِرَهُ - "বিসমিল্লাহি আওউয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু" এটুকু পাঠ করে নিন। [তিরমিযি, আবু দাউদ]
১৯. দাওয়াত খাওয়ার পর মেজবানের জন্য এই দু'আ পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

"আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম্মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী"।

অনুবাদ: "হে আল্লাহ! যিনি আমাকে খাওয়ালেন তাকে আপনি খাওয়ান এবং তাকে প্রদান করুন পানীয় যিনি আমাকে পানীয় পান করালেন।" [মুসলিম]

২০. কিছু সিরকা নেওয়া সুন্নাত। যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘরকে ঝোলশূন্য বলা যাবে না। [ইবনে মাজাহ]

২১. মাংস ভক্ষণ করা সুন্নাত। হাদীস শরীফে এসেছে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম খাবার হলো মাংস। [জামিয়া সাগীর - খ.২, পৃঃ ৩৪]

২২. অপর মুসলিম ভাইয়ের দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নাত। [আবু দাউদ] তবে, জানা থাকা দরকার দাওয়াতকারীর সম্পদের অধিকাংশ যদি সুদ, ঘোষ কিংবা অন্য কোন হারাম উপায়ে উপার্জিত হয়ে থাকে তাহলে দাওয়াত গ্রহণ সঠিক হবে না।

২৩. মৃতের পরিবারকে খাবার প্রদান সুন্নাত। [ইবনে মাজাহ]

পানি পান করার সুন্নাত

১. ডান হাতে পান করুন- কারণ, শয়তান বাম হাতে পান করে। [মুসলিম]

২. বসে পান করবেন। দাঁড়িয়ে পান করা নিষিদ্ধ। [মুসলিম]

৩. পান করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করুন এবং পরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলুন। [তিরমিযি]

৪. তিন চুমুকে পানি পান করুন। প্রত্যেক চুমুকের পর মুখ থেকে কিছু দূরে পাত্রটি সরিয়ে নিন [যাতে নিঃশ্বাস পানিতে না পড়ে]। [মুসলিম, তিরমিযি]

৫. পাত্রের কোনোদিকে ভাঙ্গা থাকলে সেদিক থেকে পান করবেন না। [আবু দাউদ]

৬. ভাঙ্গা পাত্র, জগের নলা কিংবা এমন পাত্র যা থেকে পানি দ্রুত বেরিয়ে আসে (যাতে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে), অথবা ঐসব পাত্র যার মধ্যে কোনো পোকা-মাকড়-বিচ্ছু ইত্যাদি থাকতে পারে, ওসব পাত্র থেকে কিংবা উপায়ে পানি পান করবেন না। [বুখারী, মুসলিম]

৭. (শুধুমাত্র) পানি পান করে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা সুন্নাত:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

"আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী সাক্বা-না- 'আজবান ফুরা-তান্‌বিরাহমাতিহী ওয়ালাম ইয়াজ'আলহু মিলহান উজা-জাম্বিজুনূবিনা"।

অনুবাদ: "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে মিষ্টি সুস্বাদু পানি পান করালেন এবং একে আমাদের গুণাহ হেতু তিক্ত ও লবণাক্ত করেন নি।"

৮. পানির পাত্র যদি অপরের নিকট পৌঁছানো জরুরী হয় তাহলে ডানে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট দেবেন- তিনি তার ডানে উপবিষ্ট ব্যক্তির হাতে দেবেন- এভাবে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাবেন। [বুখারী, মুসলিম] অনুরূপভাবে যে কোন বস্তুই একে অন্যের নিকট আদান প্রদান করবেন।

৯. দুধ পান করে এই দু'আ পাঠ করুন: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ
"আল্লা-হুম্মা বা-রিকলানা- ফীহি ওয়াজিদনা মিনহু"।
অনুবাদ: "হে আল্লাহ! এটার মধ্যে আমাদেরকে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে তা আরো বেশী প্রদান করুন।" [আবু দাউদ, তিরমিযি]
১০. যে ব্যক্তি পানীয় পরিবেশন করবেন তিনি সবশেষে পান করবেন। [তিরমিযি]

কাপড় সম্পর্কিত সুন্নাত

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা কাপড় ভালোবাসতেন। [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]
২. কাপড় পরার সময় সর্বদাই ডান হাত ও পা কাপড়ে ঢুকাবেন। [তিরমিযি]
৩. পাজামা, লুঙ্গি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সর্বদাই পায়ের গোড়ালির উপরে রাখুন। পায়ের গোড়ালির নীচে কাপড় ঝুলে থাকলে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পায়ের গোড়ালির নীচে যে ব্যক্তি তার কাপড় ঝুলিয়ে রাখে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে তাকান না। [বুখারী, মুসলিম]
৪. নতুন কাপড় পরার সময় এই দু'আ পাঠ করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

"আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী কাসানী হা-জাস্সাওবা ওয়ারাযাক্বানীহি মিন গ্বাইরি হাওলিম্মিন্নী ওয়ালা- ক্বুওওয়াহ"।
অনুবাদ: "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে দান করেছেন পরিধানের জন্য এই বস্ত্র এবং এটা আমার আয়ত্তে প্রদান করেছেন যার জন্য আমাকে কোনো শক্তি বা চেষ্টা করতে হয় নি।" [আবু দাউদ]
৫. পাগড়ির নীচে টুপি পরা সুন্নাত। [মিরক্বাত, খ.৮, পৃঃ ২৫০]
৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামিস পরতে পছন্দ করতেন। [তিরমিযি, আবু দাউদ]
৭. কালো পাগড়ি পরা সুন্নাত। পাগড়ির পেছনে একটি শিমলা রাখাও সুন্নাত। [নাসাঈ]
৮. (শুধু) টুপি পরাও সুন্নাত। [মিরক্বাত, খ.৮, পৃঃ ২৪৬]
৯. গায়ের কোন কাপড় খোলার সময় প্রথমে বাম হাতের দিকে খোলা শুরু করবেন। একইভাবে পাজামা ইত্যাদি খোলার সময় শুরু করবেন বাম পায়ের দিক থেকে।

১০. জুতা পরার সময় সর্বদাই প্রথমে ডান পা ঢুকাবেন এরপর বাম পা। [আবু দাউদ, বুখারী, মুসলিম]

১১. জুতা খোলার সময় সর্বদাই প্রথমে বাম পা এবং পরে ডান পা খোলবেন। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ]

চুল ও দাড়ি সম্পর্কিত সুন্নাত

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল মুবারক তাঁর কান মুবারকের মাঝখান পর্যন্ত দীর্ঘ ছিলো। অপর এক বর্ণনানুযায়ী কান মুবারক পর্যন্ত দীর্ঘ ছিলো। এছাড়া আরেক রিওয়ায়েতে আছে তা ছিলো কান মুবারকের লতি পর্যন্ত। [তিরমিযি]

২. কানের লতি কিংবা এর চেয়েও কিছুটা দীর্ঘ চুল রাখা সুন্নাত। একইভাবে চুল সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করাও সুন্নাত। চুল বেটে রাখতে যদি কেউ ইচ্ছা করেন, তাহলে সবদিকে সমভাবে কেটে-ছেঁটে রাখতে পারেন। মাথার চুল 'ইংলিশ স্টাইলে' রাখা নিষিদ্ধ। একে 'স্কোয়ার কাট' কিংবা 'দিলীপ কাটিং' ইত্যাদিও বলে। মাথার এক অংশ মুণ্ডন করে অপর অংশে চুল রাখা দুরস্ত নয়। আজকালকার যে অদ্ভুত 'হেয়ার স্টাইল'! আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হিফাজত করুন। [বেহেশতী জেওর, খ.১১, পৃঃ ১১৫]

৩. দাড়ি বাড়ানো ও মোচ ছোট করার নির্দেশ হাদীস শরীফে এসেছে। [বুখারী, মুসলিম] এক মুষ্টি থেকেও কম দীর্ঘ রেখে দাড়ি কাটা কিংবা সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলা (বা শেভ করা) হারাম। [বেহেশতী জেওর, খ.১১, পৃঃ ১১৫] আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন। এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা 'ওয়াজিব', আর এক মুষ্টি পরিমাণ রাখার পদ্ধতি সুন্নাত থেকে প্রতিষ্ঠিত। [বুখারী, খ.২, পৃঃ ৮৭৫]

৪. মোচ যেটুকু সম্ভব কেটেছেঁটে রাখুন। এটাই সুন্নাত। দীর্ঘ গোঁফ রাখার ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। [আওযাজুল মাসালিক, খ.১৪]

৫. নাভির নীচের লোম, গোঁফ, বগলের নীচের লোম এবং নখ সর্বদাই কেটেছেঁটে পরিষ্কার রাখুন। না কেটে ৪০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গুণাহ হবে। [বেহেশতী জেওর, খ.১১, পৃঃ ১১৬] এসব বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার কাটা সুন্নাত।

৬. **নখ কাটার সুন্নাত তরীকা:** প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত কাটার পর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে ডানদিকে কেটে কেটে সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কেটে শেষ করবেন। পায়ের নখ কাটার সুন্নাত নিয়ম হলো: ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত নখ কেটে ফেলবেন।

৭. চুল ধৌত করা, এতে তৈল দেওয়া এবং চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো সুন্নাত। তবে একান্ত জরুরী না হলে এক দু'দিন পরপর এসব করা উচিত। [মিশকাত, বাযলুল মাজহুদ - আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ]
৮. চুল আঁচড়ানো ডান দিকে শুরু করুন। [বুখারী]
৯. চুল আঁচড়ানোর জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে আয়নার দিকে তাকিয়ে এই দু'আ পাঠ করুন : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ
"আল্লা-হুম্মা আনতা হাস্‌সানতা খালক্বী ফাহাস্‌সীন খুলুক্বী"।
অনুবাদ: "হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে আমার বাইরে সৌন্দর্য প্রদান করেছেন, ঠিক সেভাবে আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন"। [হিসনে হাসীন]

রোগীর সেবা ও দেখার সুন্নাত

১. রোগাক্রান্ত অবস্থায় ঔষধ সেবন ও চিকিৎসা করা সুন্নাত। তবে, নিয়ত থাকতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রোগ থেকে মুক্তি দেন।
২. কালিজিরা ও মধু দ্বারা রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত। [বুখারী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই দু'টি বস্তুর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রোগের শিফা প্রদান করেছেন। কালিজিরা ও মধুর মধ্যে যে রোগমুক্তির উপাদান আছে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস পাওয়া যায়।
৩. চিকিৎসাকালীন সময়ে ওসব বস্তু থেকে দূরে থাকা উচিৎ যার দ্বারা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে।
৪. রোগাক্রান্ত মুসলমান ভাইকে দেখা নবীজীর সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ - "উ'দুল মারীদ্ব" - রোগীকে দেখতে যাও। [বুখারী]
হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আ'নহু বর্ণনা করেন:
مَرِضْتُ مَرَضًا فَاَتَانِيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِيْ - "মারিদ্বতু মারাদ্বান ফাআতা-নীন্ নাবিয়্যু সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইয়া'উদুনী"।
অনুবাদ: "আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন।" [বুখারী]
৫. রোগী দেখার পর তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা সুন্নাত। [মিশকাত] রোগী কিংবা তার পরিবারবর্গ যেনো আপনার দীর্ঘ অবস্থানের দরুন কোনোভাবে অসুবিধার সম্মুখীন না হন।
৬. রোগীকে যেভাবে সম্ভব সান্ত্বনা দান করুন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, "ইনশাআল্লাহ, আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর

ক্ষমতাবান।” এমন কিছু বলবেন না যদ্দ্বারা রোগীর মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়। [মিশকাত, পৃঃ ১৩৭]

৭. রোগী দেখার সময় এই দু’আ পাঠ করাও সুন্নাত: لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللهِ -
“লা-বা’সা ত্বাহূরুন ইনশা-আল্লা-হ”।
অনুবাদ: “চিন্তা করুন না- এই রোগ আপনার গুণাহসমূহ মুছে নেবে, যদি আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছা হয়”।

এরপর পাঠ করুন (৭ বার): اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ -
“আসআলুল্লা-হালআ’জীমা রাব্বাল আ’রশিল আ’জীমি আইয়্যাশফিয়াক”।
অনুবাদ: “আমি সর্বশক্তিমান ও মহান আরশে আজীমের প্রভু আল্লাহ তা’আলার দরবারে আবদার করছি, তিনি আপনাকে যেনো শিফা দান করেন।”
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উপরোক্ত দু’আ ৭ বার পাঠ করলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে। তবে, যদি তার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে তা কেউ দীর্ঘায়িত করতে পারবে না। [মিশকাত, পৃঃ ১৩৫, আবু দাউদ, খ.২, পৃঃ ৮৬]

সফরের সুন্নাত

১. যে কোন ভ্রমণে সম্ভব হলে অন্তত দু’ব্যক্তি একত্রে যাত্রা করবেন। একাকী ভ্রমণ না করাই ভালো। তবে, একান্ত অপারগ হলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। [ফাতহুল বারী, খ.৬, পৃঃ ৫৩]
২. বাহনে (মোটরগাড়ি, ট্রেন, বাস, নৌকা, বিমান ইত্যাদি) আরোহণের সময় বিসমিল্লাহ বলুন। এরপর উঠে বসে তিনবার বলুন ‘আল্লা-হুআকবার’। তারপর এই দু’আটি পাঠ করুন:

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

“সুবহা-নাল্লাজী সাখ্খারালানা হা-জা ওয়ামা- কুন্না লাহু মুক্বরিনীন ওয়াইন্না- ইলা-রব্বিনা লামুনক্বালিবূন”।
অনুবাদ: “মহিমা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের এই বাহনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যা আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আর আমরা অবশ্যই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।” [মুসলিম, তিরমিযি]
৩. চলার সময় যখন কোথাও যাত্রাবিরতির প্রয়োজন দাঁড়াবে, তখন রাস্তার এক সাইডে অবস্থান নেওয়া সুন্নাত। রাস্তার মাঝখানে কখনো ক্যাম্প তৈরী করবেন না- এতে অন্যের চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। [মুসলিম]

৪. উপরের দিকে ওঠার সময় (যেমন সিঁড়ি বেয়ে ওঠতে) বলুন 'আল্লা-হু আকবার'। নীচের দিকে নামার সময় বলুন, 'সুবহা-নাল্লাহ'। [বুখারী]

বিঃদ্রঃ মিরকাতে বলা হয়েছে এটা সফরের সুন্নাত। কিন্তু নিজের মসজিদ কিংবা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামার সময় উপরোক্ত কালামদ্বয় পাঠ করাও সুন্নাত। ওঠার সময় প্রথমে ডান পা উত্তোলন করবেন এবং নামবার সময় বাম পা আগে সিঁড়িতে রাখবেন। মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, উপরে ওঠার সময় 'আল্লা-হুআকবার' বলার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দরবারে এই সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, যদিও আমরা উপরের দিকে উঠছি কিন্তু হে প্রভু! আসলে আপনিই সর্বোচ্চ, সবার বড়ো, আমরা নয়। নীচে নামার সময় আমরা 'সুবহানাল্লাহ!' বলে এটাই স্বীকার করছি, সত্যিকার অর্থে আমরাই নীচ- কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র।

৫. যে শহর বা গ্রামে যাত্রা করবেন তাতে পৌঁছে যাওয়ার পূর্বে যখন তা চোখের দৃষ্টিতে পড়বে তখন এই দু'আ পাঠ করুনঃ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا –"আল্লা-হুম্মা বা-রিকলানা ফীহা-"।

অনুবাদঃ "হে আল্লাহ! এখানে (এই শহর বা গ্রামে) আমাদেরকে বরকত দিন"। এরপর শহর বা গ্রামে প্রবেশের সময় পাঠ করুনঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَ حَبِّبْنَآ اِلٰى اَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِ اَهْلِهَآ اِلَيْنَا –"আল্লা-হুম্মারযুক্বনা- জানা-হা- ওয়াহাব্বিবনা- ইলা- আহলিহা- ওয়াহাব্বিব ছোয়া-লিহি আহলিহা- ইলাইনা"।

অনুবাদঃ "হে আল্লাহ! এই জায়গার মধ্যে আমাদেরকে উত্তম রিযিক দান করুন। আমাদেরকে এই জনপদের মানুষের প্রিয়পাত্র করুন এবং এখানকার পরহেজগারদেরকে আমাদের প্রতি প্রিয় করুন"।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ভ্রমণের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন নিজের বাড়িতে ফিরে আসো- বিনা কারণে অতিরিক্ত সময় ভ্রমণে কাটানো উচিত নয়। [বুখারী]

৭. ভ্রমণ শেষে বাড়িতে ফেরার পথে প্রথমে স্থানীয় মসজিদে যেয়ে দু' রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। এরপর বাড়িতে ঢুকবেন। [মিশকাত]

৮. ভ্রমণে যাওয়ার সময় কুকুর কিংবা কোন ধরনের বেল (বাদ্যযন্ত্র) নেওয়া নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে, শয়তান এসব বস্তুর সাথে যায়। [মুসলিম]

৯. বাড়িতে ফিরে আসার সময় এই দু'আ পাঠ করুনঃ

آءِبُوْنَ تَآءِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ - "আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা আ'-বিদূনা লিরাব্বিনা- হা-মিদূন"।
অনুবাদ: "আমরা (ঘরে) ফিরে আসছি তাওবাহ, বিনয় ও আল্লাহর প্রশংসা উচ্চারণ করে।" [মুসলিম, তিরমিযি]

বিয়ে-শাদির সুন্নাত

১. বিবাহের সুন্নাত তরীকা হলো অতি সাধারণ, এতে না আছে কোন আনুষ্ঠানিকতা, না আছে উভয় পক্ষের মধ্যে যৌতুক ইত্যাদি নিয়ে কোন বাদ-বিবাদ। [মিশকাত]
২. পরহেজগার, সৎ, ধার্মিক ছেলে খোঁজ করা সুন্নাত। এরূপ যোগ্য পাত্রের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াও সুন্নাত। [মিশকাত]
৩. শাওয়াল মাসের যে কোন শুক্রবার মসজিদে বিয়ে পড়ানো সুন্নাত। [মিরক্বাত]
৪. বিয়ের ঘোষণা দেওয়া সুন্নাত। [মিশকাত]
৫. পাত্রের সামর্থ অনুযায়ী মোহর কি পরিমাণ হবে তা আগে থেকেই ধার্য করা সুন্নাত। [মিশকাত]
৬. প্রথম রাত বাসরঘরে কনের কপালে হাত রেখে এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাত:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা- ওয়া খাইরামা- জাবালতাহা- আ'লাইহি ওয়াআ'উযুবিকা মিন শাররিহা- ওয়া শাররিমা- জাবালতাহা- আ'লাইহি"।
অনুবাদ: "হে আল্লাহ! আমি তার মধ্যে যা ভালো তা আপনার নিকট কামনা করছি এবং কামনা করছি তার ভালো অভ্যাস ও চরিত্রের সুফল। আমি তার দোষনীয় অভ্যাস ও চরিত্র থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]
৭. স্ত্রী সহবাসের সময় এই দুআ পাঠ করুন:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَارَزَقْتَنَا

"বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ্‌শাইতো-না ওয়াজান্নিবিশ্‌শাইতো-না মা-রাজাক্বতানা"।
অনুবাদ: "আমি আল্লাহর নামে এই ক্রিয়া শুরু করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপত্তা প্রদান করুন এবং শয়তানকে দূরে রাখুন যে সন্তান আপনি আমাদেরকে দান করবেন তার থেকে।" যদি এই দু'আসহ সহবাসের পর কোন

সন্তানাদি গর্ভে ধারণ করে তাহলে একে আল্লাহ পাক শয়তান থেকে নিরাপদ রাখবেন। [বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

ওয়ালিমার সুন্নাত

১. বিবাহের প্রথম রাতের পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও গরীবদেরকে দাওয়াত দিয়ে ওয়ালিমা করা সুন্নাত। তবে খুব বেশী খাদ্য প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী যেটুকু সম্ভব খাবার প্রস্তুত করাই উচিত। আজকালকার ওয়ালিমায় শুধু ধনী ও ধর্মকর্মে উদাসীন ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করা হয়- গরীব-দুঃখিরা এতে স্থান পায় না- ধার্মিক ও পরহেজগাররাও বাদ পড়ে। এরূপ ওয়ালিমায় অংশগ্রহণ মোটেই উচিত নয়।

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

"শাররুত্তা'আমি তা'আমুল ওয়ালীমাতি ইউদ'আ- লাহাল আগ্বনিয়া-উ ওয়াইউতরাকুল ফুক্বারা-উ"। [বুখারী]

অনুবাদঃ "সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো ঐ ওয়ালিমার খাবার যাতে কেবল ধনীদেরকেই আহ্বান করা হয় আর দরিদ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।"

যখন ওয়ালিমার মেজবান হবেন তখন সুন্নাতের নিয়ত করবেন। গরীব, দুস্থ এবং পরহেজগার মুসলমানদের দাওয়াত করুন। ধনীদেরকেও দাওয়াত করতে পারেন, তবে গরীবরাও যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে খিয়াল রাখুন। লোকদেখানো কিংবা বড়ত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ওয়ালিমা অনুষ্ঠান করলে কোন নেকী হবে না। উপরন্তু এরূপ ওয়ালিমা দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে।

শিশু জন্মের সময়কার সুন্নাত

১. শিশু ছেলে বা মেয়ে হোক, প্রথমে ডান কানে আযান দিন এবং বাম কানে ইক্বামাত উচ্চারণ করুন। [তিরমিযি, আবু দাউদ]

২ সপ্তম দিবসে শিশুর একটি সুন্দর অর্থপূর্ণ ইসলামী নাম রাখুন। [আবু দাউদ]

৩. সপ্তম দিবসে আক্বীকা করুন। [আবু দাউদ] সপ্তম দিবসে না পারলে ১৪তম কিংবা ২১তম দিবসে আক্বীকা করতে পারেন।

৪. মাথার চুল কামানোর পর [যাদের সামর্থ আছে] তা ওজন করে সমপরিমাণ রৌপ্য গরীবদেরকে সদকা করে দেবেন। [তিরমিযি]

৫. মুণ্ডানোর পর মাথায় জাফরান ব্যবহার করুন। [আবু দাউদ]

৬. ছেলে হলে দু'টি পুরুষ ছাগল এবং মেয়ে হলে একটি পুরুষ কিংবা মেয়ে ছাগল আক্বীকার জন্য জবাই করবেন। [তিরমিযি]

৭. আক্বীকার মাংস পাক করে কিংবা কাচা বিতরণ করা যেতে পারে। [বেহেশতী জেওর]

৮. শুকনো খেজুর কোন অলিআল্লাহর নিকট প্রদান করবেন যাতে তিনি তা চুষে দেন, এই খেজুর বাচ্চার মুখে দেবেন। অবশ্য বাচ্চার জন্য অলিআল্লাহদের নিকট দু'আ চাওয়াও ভালো। [বুখারী]

৯. বাচ্চার বয়স ৭ হলে নামাযের হুকুম করবেন এবং ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাকে নামাযের জন্য বিশেষ তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে বাচ্চাকে শাসন করুন। [মিশকাত]

দ্রঃ আজকাল অতিরিক্ত মুহাব্বত ও আকর্ষণ হেতু অনেক বাচ্চাদেরকে মা-বাবা বিনষ্ট করে দিচ্ছেন। যদিও নিজের বাচ্চাদের প্রতি এরূপ আকর্ষণ ও মুহাব্বাত স্বাভাবিক ব্যাপার- তথাপি এটা সঠিক ধারণা নয় যে, বাচ্চা বড় হলে নামায পড়বে, রোযা রাখবে বা চরিত্রবান হয়ে ওঠবে। মনে রাখা উচিত যে, ছোট থেকেই বাচ্চাকে যদি সঠিকভাবে গড়ে তোলা না হয় তাহলে তার চারিত্রিক ভিত দুর্বল হবে- পরে তাকে শাসন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তবে অবশ্যই শাসনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করতে নেই। কোন সময় বুঝিয়ে আর কোন সময় শাসন করেও তাকে নামাযের প্রতি যত্নবান করে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তী সুন্নাত

১. মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে উপস্থিত ব্যক্তিরা মৃত্যুযাত্রীর মুখমণ্ডল কিবলামুখী করে শোয়ে রাখবেন [বাংলাদেশে উত্তরদিকে মাথা রেখে শোয়াতে হবে]। [মুস্তাদরাকে হাকিম, খ.১, পৃঃ ৩৫৩] এসময় কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করাও উচিত যাতে মৃত্যু পথযাত্রী তা পাঠ করতে সক্ষম হোন। [তিরমিযি]

২. মৃত্যুযাত্রীর হুঁশ থাকাবস্থায় এই দু'আ পাঠ করা ভালো:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

"আল্লা-হুম্মাগ্বফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ালহিক্বনী বির্‌রাফীক্বিল আ'লা--"।

অনুবাদ: "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহমত নাজিল করুন এবং ঐসব সাথীদের সঙ্গে সংযুক্ত করুন যারা সর্বোচ্চ স্তরে আছেন"। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

৩. যখন মনে করবেন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, যে কোন মুহূর্তে রূহ বের হয়ে যাবে তখন এই দু'আ পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

"আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী আ'লা গ্বামারা-তিল মাওতি ওয়াসাকারাতিল মাওত"।

অনুবাদ: "হে আল্লাহ! মৃত্যুর যন্ত্রণার সময় আমাকে আপনি অনুগ্রহ করে সাহায্য করুন"। [তিরমিযি] এই দু'আ সর্বদা পাঠ করাও উত্তম।

৪. মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পর উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য এই দু'আ পাঠ করা উত্তম:

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

"ইন্না- লিল্লা-হি ওয়াইন্না- ইলাইহি রা-জি'উন, আল্লা-হুম্মা আ-জিরনী ফী মুছীবাতী ওয়াখলুফলী খাইরাম্মিনহা-"।

অনুবাদ: "অবশ্যই আমরা আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! আমাকে আমার সমস্যার সময় আপনি প্রতিদান দিন এবং দান করুন উত্তম বস্তু"।

৫. মৃত ব্যক্তির চোখ দু'টো বন্ধ করে দিন (যদি খোলা থাকে)।

৬. মৃতকে গোসল দিতে, কবরে নিয়ে যেতে বা অন্য কোন কারণে তুলে নেওয়ার সময় অবশ্যই 'বিসমিল্লাহ' বলবেন। [ইবনে শাইবাহ]

৭. তাড়াতাড়ি মরদেহ কবরস্থ করা সুন্নাত। [সুনানে আবু দাউদ]

৮. কবরে লাশ রাখার সময় এই দু'আ পাঠ করুন:

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা- মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"। [মিশকাত]

৯. মৃত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ও বক্ষ কিবলামুখী হওয়া সুন্নাত। আজকাল এর ব্যতিক্রম ঘটছে। মৃতকে চিত করে রাখা হয়- এতে তার বুক আকাশের দিকে থাকে- এটা সুন্নাত মুতাবিক হয় না। [তাহতাবী, পৃঃ ৩৩৪]

১০. মৃতের পরিবারকে খাবার দেওয়া সুন্নাত। তবে পরিবারের সবাইকে তা দিতে হবে কিংবা পাড়ার সকলের পক্ষ থেকে তা দেওয়ার কোন নিয়ম নেই। শুধু সুন্নাত পালনের নিয়তে কিছু খাদ্য প্রদান করাই যথেষ্ট হবে। [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

১১. কাফন-দাফনের পর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের বলেছেন, মৃতের জন্য ইস্তিগফার ও দু'আ করো যাতে সে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে। [আবু দাউদ, মুস্তাদরাকে হাকিম]

বি:দ্রঃ লাশ কবরস্থ করার পর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা সুন্নাত, কিন্তু জানাযা শেষে [অতিরিক্ত] দু'আ করা জায়িয নয়। [মিরক্বাত, খ. ৪, পৃঃ ৬৪, বাহরুর রাইক্ব, খ.২, পৃঃ ১৮৩]

নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সুন্নাত

১. এটা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিন্মোক্ত বিভিন্ন বস্তুর উপর কোনো না কোনো সময় বিশ্রাম নিয়েছেন:
ক. খেজুর পাতার তৈরী মাদুরে। খ. খড়কুটার তৈরী চাটাইয়ে। গ. কাপড়ের তৈরী মাদুরে। ঘ. মাটির উপর। ঙ. কাঠের তৈরী খাটে। চ. বিছানার উপর। ছ. পশুর চামড়ার উপর। (জাদুল মা'আদ) ২. অযু অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া সুন্নাত। (আবু দাউদ) ৩. বিছানায় আরোহণের পূর্বে পরনের কাপড়ের কোণ দিয়ে তিনবার বিছানা ঝেড়ে নিন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ) ৪. নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলুন। ৫. দরজা বন্ধ করুন। ৬. বাতি নিভিয়ে দিন। ৭. পানির ব্যাগ থাকলে তার মুখ বন্ধ করুন। ৮. সকল পাত্রের মুখ বন্ধ করুন। ৯. পাত্র বন্ধ করার কোন কিছু না থাকলে উপরে লাঠি রাখুন। (মুসলিম) ১০. ইশা পরে গালগল্প করা ঠিক নয়- সম্ভব হলে নামায পড়েই ঘুমিয়ে পড়া উত্তম। তবে বিশেষ জরুরতে সজাগ থাকলে কোন অসুবিধা নেই। ১১. নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে নারী ও পুরুষ উভয়ে চোখের মধ্যে তিনবার সুরমা লাগানো সুন্নাত (শামায়িলে তিরমিযি)। ১২. নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে কুরআন শরীফের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করুন যেমন: সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা মুলক, চার কুল এবং দরূদ শরীফ। এতটুকু না পারলে অন্তত কিছুটা পাঠ করুন, এসব হলো দুনিয়া-আখিরাতের মুক্তির ওয়াসিলা। ১৩. ঘুমে যাওয়ার আগে তাসবিহে ফাতিমা পাঠ করুন। এই তাসবিহ হলো: সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার), আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার) এবং আল্লাহু আকবার (৩৪ বার)। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি) ১৪. ডানদিকে কাত হয়ে কিবলামুখী হয়ে ঘুমানো সুন্নাত। চিত হয়ে ঘুমানো ঠিক নয়। (তিরমিযি, আবু দাউদ) ১৫. বিছানায় শোয়ে এই দু'আ পাঠ করুন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

"আল্লা-হুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া-"। (বুখারী, মুসলিম)

১৬. এই দু'আও ৩ বার পাঠ করুন:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লা-হাল্লাজী লা-ইলা-হা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যিমু ওয়াআতূবু ইলাইহি"। (তিরমিযি)

১৭. খারাপ স্বপ্ন দেখে সজাগ হলে বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপের শব্দ করুন এবং এই দু'আ ৩ বার পড়ুন : اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

"আ'ঊযুবিল্লা-হিমিনাশ শাইতো-নির-রাজীম"। (মুসলিম)

সমাজ-জীবনের সুন্নাত

১. মুসলমানদের একটি উত্তম সুন্নাত হলো একে অন্যকে সালামের মাধ্যমে স্বাগত জানানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সালাম মানুষের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় করে। প্রত্যেক পরিচিত কিংবা অপরিচিত মুসলমানকে সালাম দেওয়া জরুরী। সালাম একটি ইসলামী অধিকার- পরিচিত হওয়া কোন শর্ত নয়। (বুখারী)

২. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল শিশু-কিশোরদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করাকালে তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। সুতরাং বাচ্চাদেরকে সালাম দেওয়াও সুন্নাত। (বুখারী, মুসলিম)

৩. সালাম জানানোর সুন্নাত তরীকা হলো, মুখে **'আস্‌সালামু আলাইকুম'** উচ্চারণ করা। হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে অথবা আঙ্গুলের ইশারায় সালাম দেওয়া সুন্নাতের খিলাফ। দূর থেকে সালাম জানালে মুখে ও হাতের ইশারায় সালাম জানাবেন। (মিশকাত)

৪. সালাম জানানোর পর মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলাবেন (মুসাহাফা করবেন)। মহিলারাও একে অন্যের সাথে হাত মিলাতে পারেন (পুরুষদের জন্য অবশ্যই মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করা নিষিদ্ধ)। (মিশকাত)

৫. মাহফিলের যেখানেই বসার জায়গা মিলবে সেখানেই বসে পড়বেন। অন্যকে দাঁড় করিয়ে সে স্থানে বসা মাকরুহে তাহমিরী- এটা গুনাহের কাজ। (বুখারী, মুসলিম)

৬. কেউ আপনার সাথে দেখা করতে আসলে একটু নড়াচড়া করে বসবেন, এতে সে ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হবে এবং এটা একটি সুন্নাত। (যাতুত্তালিবীন, বাইহাকী)

৭. তিনজন থাকলে যে কোন দু'জনে অপর জনকে না শোনিয়ে কানকথা বলা উচিত নয়। এতে তৃতীয় ব্যক্তির মনে আঘাত ও সন্দেহ লাগবে। অথচ যে কোন মুসলমান ভাইয়ের অন্তরে আঘাত হানা শরীয়তে নিষিদ্ধ- এটা একটি বড় গুনাহের কাজ। সামাজিক দিক থেকেও এরূপ কাজ গর্হিত বলে বিবেচিত। (মুসলিম)

৮. হাই ওঠার ভাব জন্মালে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা চালানো সুন্নাত। (বুখারী) একান্ত অপারগ হলে হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢেকে নিবেন। হাই তোলার সময় কোন শব্দ যাতে হয় না, সেদিকে খিয়াল রাখবেন- হাদীস শরীফে শব্দ করে হাই তুলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

৯. কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে মালিকের অনুমতি গ্রহণ করবেন। (মিশকাত)

কুফরী চিন্তা-ভাবনা ও গুনাহের দ্বারা আক্রান্ত হলে সুন্নাত তরীকা অবলম্বন

১. কুফর ও গুনাহের চিন্তা-ভাবনার জন্ম নিলে এই দু'আ পাঠ করুন:

اَعُوْذُ بِااللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

"আ'উযুবিল্লাহিমিনাশ্ শাইতোয়ানির রাজীম" এরপর : اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

"আমানতু বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহি"। (মিরক্বাত, খ.১, পৃঃ ১৩৭)

২. আল্লাহর সত্তাকে নিয়ে বেশী গবেষণা করা সুন্নাতের খিলাফ- বরং আল্লাহর সৃষ্টির উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করাই উত্তম। স্বয়ং আল্লাহ পাকও আসমান-জমিন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন। (মাসাঈলে সুলুক, বয়ানুল কুরআন)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু অভ্যাস

১. সুন্নাত: কেউ তাঁর সাথে আলাপকালে সর্বদাই তিনি মন লাগিয়ে তা শোনতেন। ঐ ব্যক্তির কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজে কথা বলতেনও না উঠেও যেতেন না।

২. সুন্নাত: কেউ চুপিচুপি কিছু বলতে চাইলে তিনি নিজের কান মুবারক ঐ ব্যক্তির নিকটে নিয়ে যেতেন এবং কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নড়তেন না।

৩. সুন্নাত: কাউকে বিদায় করার সময় তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন:

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِمَ اَعْمَالِكُمْ

"আসতাওদি'উল্লাহা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়াতীমা আ'মা-লিকুম"। (তিরমিযি)

৪. সুন্নাত: ভালো কোনো দৃশ্য চোখে পড়লে তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

"আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী বিনি'মাতিহি তাতিম্মুসছো-লিহা-ত"।

৫. সুন্নাত: কোনো অসুন্দর অবস্থায় তিনি পাঠ করতেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

"আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি হা-লিন"। (ইবনে মাজাহ)

৬. সুন্নাত: কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি প্রথমে সালাম দিতেন। (শামায়িলে তিরমিযি)

৭. ডান অথবা বাম দিকে কিছু দেখতে চাইলে তিনি নিজেকে পুরোপুরি সেদিকে ঘুরিয়ে নিতেন। গর্বভরে তিনি কখনো মাথা কাত করে দৃষ্টিপাত করতেন না। (খাসাইল, শামায়িলে তিরমিযির ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

৮. সুন্নাত: তাঁর দৃষ্টি মুবারক সর্বদাই নীচের দিকে থাকতো। অত্যন্ত বিনয়ী হওয়ায় তিনি কখনো কারোর মুখপানে সরাসরি দৃষ্টিপাত করতেন না। (খাসাইল, পৃঃ ১২)

৯. সুন্নাতঃ মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় ও কাজেকর্মে তিনি কখনো শক্ত হৃদয় হতেন না; নরম দিলে সবকাজ করতে পছন্দ করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত করুণাময়, পরমতসহিষ্ণু এবং দয়াবান ছিলেন। (মিশকাত, বেহেশতী জেওর)

১০. সুন্নাতঃ তাঁর হাঁটার নিয়ম ছিলো, পা মুবারক দ্রুত ওঠাতেন এবং ধীরে ধীরে মাটির উপর রাখতেন। নিজেকে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ও লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হাঁটতেন- মনে হতো তিনি কোন টিলা থেকে নীচের দিকে নামছেন। (খাসাইল, শামায়িলে তিরমিযির ব্যাখ্যাগ্রন্থ, পৃঃ ১২, ৭৩)

১১. সুন্নাতঃ তিনি একক ও সর্বজনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতেন। নিজেকে কখনো অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাবতেন না। এছাড়া তিনি সময় সময় হালকা কৌতুকও করতেন। (বেহেশতী জেওর)

১২. সুন্নাতঃ কোনো গরীব কিংবা বৃদ্ধাও যদি তাঁর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তিনি রাস্তার পাশে বসে তাদের কথা শ্রবণ করতেন। (বেহেশতী জেওর)

১৩. সুন্নাতঃ নামাযে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকালে তাঁর পবিত্র বক্ষ মুবারক থেকে হাঁড়িতে পানি ফুটন্ত অবস্থায় যেরূপ শব্দ হয় সেরূপ শব্দ বের হতো। এটা মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয়ের কারণে হতো। (শামায়িলে তিরমিযি)

১৪. সুন্নাতঃ তিনি নিজের পরিবার পরিজনের প্রতি বিশেষভাবে খিয়াল রাখতেন। রাতে উঠে যাওয়ার সময়ও যাতে তাদের ঘুমের মধ্যে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ঘর থেকে ধীরে ধীরে বের হতেন এবং চুপিচুপি ঢুকতেন। (মিশকাত)

১৫. সুন্নাতঃ রাস্তায় চলার সময় তিনি মাটির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। জামাআতের সাথে চলার সময়, তিনি সবার পেছনে হাঁটতেন। (শামায়িলে তিরমিযি)

১৬. সুন্নাতঃ যে কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশীল ব্যক্তির সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে সাক্ষাৎ করতেন।

১৭. সুন্নাতঃ ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারণ করে নিন, পারিবারিক কাজ- কর্ম ও মেলামেশার জন্য সময় ঠিক করুন এবং বিশ্রামের জন্যও সময় নির্দিষ্ট করুন। (শামায়িলে তিরমিযি)

১৮. সুন্নাতঃ সর্বদা নিজেকে দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত রাখুন। (নাসরুত্তীব, পৃঃ ১৭০)

১৯. সুন্নাতঃ নিজের পড়শীদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন। বড়দেরকে শ্রদ্ধা ও ছোটদেরকে মুহাব্বত করুন। (মিশকাত)

২০. সুন্নাতঃ ঐসব আত্মীয়দের সাথেও সদাচার করুন যারা আপনার সঙ্গে মেলামেশায় আগ্রহশীল নয়। (মিশকাত)

২১. সুন্নাতঃ যারা তেমন বেশী সম্পদশালী নয় তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিন।

২২. সুন্নাত: ডান অথবা বাম দিকে বালিশ রাখা সুন্নাত। (শামায়িলে তিরমিযি)

২৩. সুন্নাত: খুশী রাখার উদ্দেশ্যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খোশামোদি করাও সুন্নাত। (খাসাইল)

২৪. সুন্নাত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজানু অবস্থায় ফযর নামায শেষে ইশরাকের সময় পর্যন্ত মসজিদে বসতেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গেও এভাবে বসতেন। তবে মুরুব্বিদের সামনে বসার নিয়ম হলো: সকলেই তাশাহহুদ (নামাযে বসার) অবস্থায় বসা। (শামায়িলে তিরমিযি)

২৫. সুন্নাত: মুসলিম ভাইদের সাথে হাসিখুশির মাধ্যমে সাক্ষাৎ করুন। (তিরমিযি)

২৬. সুন্নাত: বৈঠকের আয়োজকের অনুমতি ছাড়া সামনে যেয়ে বসা সুন্নাতের খেলাফ। তার অনুমতিসহ সামনে বসা সুন্নাত। (মিশকাত)

اَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ

"আনতা আহাক্কু বিসাদরি দাব্বাতিক"

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

"তাম্মাত বিল খাইর"

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস-সামী'উল 'আলীম, ওয়াতুব 'আলাইনা- ইন্নাকা আনতা-ত্তাওউয়াবুর রাহীম"।

পরিশিষ্ট -১

আল্লাহর ভাষায় আল্লাহকে ডাকি

কুরআনী মুনাজাত

১. সূরা বাক্বারা: আয়াত **১২৭-১২৯**।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

-"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে কবুল করুন (আমাদের কর্মকে), নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে হজ্জের রীতিনীতি বলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী দয়ালু। হে পরওয়ারদিগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী হিকমাতওয়ালা"।

২. সূরা বাক্বারা: আয়াত **১৮৬**।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

-"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে"।

৩. সূরা বাক্বারা: আয়াত **২০১**।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

-"হে আমাদের রব! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন, এবং রক্ষা করুন আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে"।

৪. সূরা বাক্বারা: আয়াত ২৫০।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

-"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দেন এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন- আর আমাদের সাহায্য করুন সে কাফির জাতির বিরুদ্ধে"।

৫. সূরা বাক্বারা: আয়াত ২৮৫-২৮৬।

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ * لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

-"এবং তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা আপনার ক্ষমাপ্রার্থী হে আমাদের পালনকর্তা! আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তা-ই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই, আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু, সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে করুন"।

৬. সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৮-৯।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

-"হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্যলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করুন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর দাতা"।

৭. সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪৭।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

-"হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দেন আমাদের পাপ এবং যাকিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফিরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য করুন"।

৮. সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৯১-১৯৪।

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

-"হে পরওয়ারদিগার! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা আপনারই, আমাদিগকে আপনি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচান। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলেন তাকে সবসময়ে অপমানিত করলেন; আর জালিমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ করুন এবং আমাদের সকল দোষক্রুটি দূর করে দেন, আর আমাদের মৃত্যু দিন নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দান করুন, যা আপনি ওয়াদা করেছন আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে আপনি অপমানিত করুন না। নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খিলাফ করেন না"।

৯. সূরা আ'রাফ: আয়াত ২৩।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

-"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব"।

১০. সূরা আ'রাফ: আয়াত ১২৬।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

-"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দিন এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান করুন"।

১১. সূরা ইব্রাহীম: আয়াত ৪০-৪১।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

-"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও হে আমাদের পালনকর্তা! এবং কবুল করুন আমাদের দু'আ। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে"।

১২. সূরা ফুরক্বান: আয়াত ৬৫-৬৬।

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

-"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা"।

১৩. সূরা ফুরক্বান: আয়াত ৭৪।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

-"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করুন, এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ করুন"।

১৪. সূরা নামল: আয়াত ১৯।

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

-“হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন”।

১৫. সূরা আহকাফ: আয়াত ১৫।

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

-“হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করুন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শুকুর করি, যা আপনি দান করেছেন আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম”।

১৬. সূরা হাশর: আয়াত ১০।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ

آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

-“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! অবশ্যই আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়”।

১৭. সূরা মুমতাহানা: আয়াত ৪-৫।

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

-“হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনারই উপর ভরসা করেছি, আপনারই দিকে মুখ করেছি এবং আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করুন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”।

১৮. সূরা নূহ: আয়াত ২৬-২৮।

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا * رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا

-"হে আমার পালনকর্তা! আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফির। হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে- তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন"।

১৯. সূরা মায়িদা: আয়াত **১১৮**।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

-"যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ"।

২০. সূরা তোয়া-হা: আয়াত ২৫-২৮।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ * وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ * يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

-"হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন; এবং আমার কাজ সহজ করে দিন; এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে"।

২১. সূরা তোয়া-হা: আয়াত **১১৪**।

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

-"হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন"।

২২. সূরা গাফির: আয়াত ৪৪।

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

-"আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি, নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে"।

২৩. সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৮৭-৮৮।

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ

-"আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আপনি নির্দোষ, আমি অবশ্যই নিজের প্রতি জুলুম করেছি; অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি"।

২৪. সূরাঃ আলে-ইমরানঃ আয়াত ১৭৩।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

-"আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী!"।

২৪. সূরা আনফালঃ আয়াত ৪০।

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

-"কতই না চমৎকার অভিভাবক এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী!"।

২৫. সূরা আ'রাফঃ আয়াত ১৫৫।

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ

-"আপনি যে আমাদের রক্ষক- সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর করুণা করুন, তাছাড়া আপনিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী"।

২৬. সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৮৩।

أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

-"আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান"।

২৭. সূরা ক্বামারঃ আয়াত ১০।

أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

-"আমি অক্ষম, অতএব, আপনি প্রতিবিধান করুন"।

২৮. সূরা মু'মিনূন: আয়াত ১০৯।

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

-"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি রহম করুন, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু"।

২৯. সূরা মু'মিনূন: আয়াত ১১৮।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

-"হে আমার পালনকর্তা! ক্ষমা করুন ও রহম করুন, রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী"।

৩০. সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ২৪।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

-"হে পালনকর্তা! তাদের (মা-বাবা) উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন"।

৩১. সূরা কাহাফ: আয়াত ১০।

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

-"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুণ এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন"।

৩২. সূরা আম্বিয়া: আয়াত ৮৯।

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

-"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রাখুন না, আপনি তো উত্তম ওয়ারিস"।

৩৩. সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ৮০।

رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا

-"হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য"।

৩৪. সূরা মু'মিনূন: আয়াত ২৯।

رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

-"হে পালনকর্তা! আমাকে কল্যাণকর-ভাবে নামিয়ে দিন, আপনি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী"।

৩৫. সূরা ইউনুস: আয়াত ৮৫।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

-"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এ জালিম কওমের শক্তি পরীক্ষা করবেন না"।

৩৬. সূরা 'আনকাবূত: আয়াত ৩০।

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

-"হে আমার পালনকর্তা! দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন"।

৩৬. সূরা ক্বাছাছ: আয়াত ২৪।

رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

-"হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী"।

৩৭. সূরা মু'মিনূন: আয়াত ৯৭-৯৮।

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ

-"হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচণা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি"।

পরিশিষ্ট -২
জরুরী তাসবিহাত ও জিকির-আকজার

তাসবীহে ফাতিমী

প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায শেষে পাঠ করবেন: সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার।

ছয় তাসবীহ

বাদ ফযর ও বাদ মাগরিব পাঠ করবেন: سُبْحَانَ اللهِ সুবহানাল্লাহ ১০০ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদুলিল্লাহ ১০০ বার, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০০ বার এবং اللهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবার ১০০ বার, ইস্তিগফার:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

১০০ বার এবং দরুদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى يَا كَرِيْمُ

১০০ বার। (ঠিক সময়মতো না পারলে দিনে একবার ও রাতে একবার উক্ত ৬ তাসবীহ পাঠ করে নেবেন।)

পাস আনফাস (দমের জিকির)

প্রত্যেক শ্বাস নেওয়ার সময় 'আল্লাহ' ও ছাড়ার সময় 'হু' মনে মনে খিয়ালের মাধ্যমে জিকির করবেন। এই জিকির করার সময় ঠোঁট-মুখ বন্ধ থাকবে, কোন আওয়াজ হবে না। সর্বদা এই জিকির করা যায়- উঠতে, বসতে, খেতে, ঘুমাতে, কাজে-কর্মে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে এভাবে ডুবে থাকার নামই হলো দমের জিকির।

মুরীদ হওয়ার ফজিলত

জানা থাকা দরকার, তাযকিয়ায়ে নফস (আত্মার পরিশুদ্ধি) -এর লক্ষ্যর্জনে প্রথম শর্ত হলো কোন হক্কানী কামিল বুজুর্গের হাতে বাইআত গ্রহণ করা। কারণ কামিল মুর্শিদ হলেন রূহানী ডাক্তার। আমরা যেভাবে শারীরিক রোগ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য ডাক্তার সাহেবের নিকট যাই এবং সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করি, ঠিক সেভাবে

রূহানী রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন রূহানী ডাক্তারের। আর আমরা সকলে রূহানী রোগে সর্বদাই আক্রান্ত। সুতরাং কামিল মুর্শিদের নিকট মুরীদ হয়ে রূহানী চিকিৎসা ছাড়া সত্যিকার অর্থে রূহানী রোগ থেকে মুক্তির কোন উপায় নাই। এ কারণেই ইতিহাসব্যাপী হক্কানী উলামায়ে কিরাম তাসাওউফের চর্চা করে আসছেন। রূহানী রোগের অন্তর্ভূক্ত কিছু ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন: গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে) ইয়াক্বীন, কিব্‌র (অহংকার), রিয়া (দর্শনেচ্ছু), হাসাদ (হিংসা), নিফাক (মুখ ও অন্তরে অমিল), লোভ, লালসা, রাগ, হুব্বে দুনিয়া (দুনিয়ার মায়া) ইত্যাদি।

আমাদের আরয, যারা এখনও কোন হক্কানী কামিল মুর্শিদের নিকট বাইআত গ্রহণ করেন নি তারা শীঘ্রই মুরীদ হয়ে যান। এতে আ'মল-ঈমান ও ইয়াক্বীন সঠিক হবে- যা সকলেরই কাম্য।

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ওযু এবং গোসলের দ্বারা বাইরের শরীর পাক হয় আর তাওবাহ দ্বারা অন্তর পাক-পবিত্র হয়। আর মুরীদ হওয়ার প্রথম শর্তই হলো খাস দিলে তাওবা করে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআরে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ করো, তাওবাতুন নাসূহা"। (আত-তাহরীম : ৮)

'তাওবাতুন নাসূহা' (আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য তাওবাহ) হওয়ার শর্ত হলো ৩টা: ১. নিজের গুনার উপর অনুতপ্ত হওয়া, ২. আল্লাহর নিকট আর গুনাহ করবেন না বলে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া এবং ৩. তালাফী করা অর্থাৎ বান্দার হক থাকলে আদায় করে নেওয়া, নামায-রোযা কাযা হয়ে থাকলে তা আদায় করা।

উক্ত সব শর্ত অনুযায়ী তাওবাহ করে নিলে মু'মিন ব্যক্তি এমন নিষ্পাপ হবে যে, সে যেনো কোন দিন গুনাহ করেই নি। সে আল্লাহর বন্ধু হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে এবং তিনি পেছনের সমস্ত গুনাকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর খাঁটি গোলাম হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী ও আল্লামা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ. ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য কিতাব



১. শায়খে কাতিয়া রাহ.: জীবনের শেষ ক'টি দিন ও অমৃত বাণী, ২. শায়খে কাতিয়া রাহ. জীবন ও সাধনা (জীবনী), ৩. হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহ.-এর আল-ফুরক্বান- বঙ্গানুবাদ, ৪. মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায, ৫. মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ. (জীবনী), ৬. সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৭. আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমুআ'র খুতবা: একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা, ৮. তাসাওউফের মর্ম ও গুরুত্ব, ৯. বাইতুল্লাহর মেহমান, ১০. ইসলামে যাকাত, ১১. আধুনিকতা ও বিপর্যয়, ১২. আল-বায়ানুল জামি' ইবরাতা লি ইখতিলাফিল মাতালি' (একদিনে রোযা একদিনে ঈদ ভ্রান্ত শ্লোগান) ১৩. মা-বোনদের নামায, ১৪. সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ, ১৫. শায়খে ফুলবাড়ি রাহ.-এর সত্যের মাপকাঠি।

এছাড়া আল্লাহর মর্জিতে আরো ২০-২৫টি দ্বীনি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে। এগুলো প্রকাশে আপনাদের দু'আ ও সহযোগিতা কামনা করছি।